বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

মো. রেযাউল করিম

অমিত সরকার

২৬ নভেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

মো. রেযাউল করিম, প্রোগাম ম্যানেজার - গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

অমিত সরকার, সহকারী প্রোগাম ম্যানেজার - গবেষণা ও নীতি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তার জন্য স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও টিআইবি'র সহকর্মীবৃন্দ বিশেষ করে নাজমুল হুদা মিনাসহ গবেষণা ও নীতি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনার বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ২০১৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৯১২৪৭৯১৫
ই- মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণখাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বিগত ৯ জুন ২০১৭ টিআইবি গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে এই খাতের জন্য একটি সার্বিক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

স্বর্ণখাত বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও এটি অনিয়ন্ত্রিত, অস্বচ্ছ ও ব্যাপকভাবে চোরাচালান-নির্ভর। দেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের বাজার বিশেষ করে স্বর্ণালঙ্কারের মানজ্ঞাপক ক্যারেট ও মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কার্যকর নজরদারি না থাকায় ভোক্তারা প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। বৈধভাবে স্বর্ণ সংগ্রহের পদ্ধতিগত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, ফ্রেইট ও বীমার অলভ্যতা, উচ্চ শুল্ক ইত্যাদি কারণে এখাতের ব্যবসায়ীরা চোরাচালানকৃত স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যা খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এর ফলে দেশ বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার হওয়ায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে গোয়েন্দা শুল্ক কর্তৃপক্ষের তৎপরতাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বৈধ কাগজপত্রহীন বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটকের ঘটনায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই খাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব বিরাজমান। সার্বিকভাবে, স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন, স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, মজুত, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, ক্রেতা ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ বহুমুখী অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন সেলক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণ তাই একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ হতে বা বাংলাদেশ হয়ে প্রতিবেশি দেশে স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং দেশীয় বাজার সংরক্ষণ ও রপ্তানি বিকাশের স্বার্থে স্বর্ণালঙ্কারের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সার্বিকভাবে দেশের স্বর্ণখাতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন করে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া গেলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হবে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন, যেমন - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যাণ্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ; বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট; রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; দুর্নীতি দমন কমিশন; শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর; কাস্টমস হাউজ; এয়ারপোর্ট কাস্টমস; কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড; হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর; ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ; পুলিশ (বিমানবন্দর থানা কর্তৃপক্ষ); বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি; বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন; মানযাচাই সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.); স্বর্ণলগ্নী ব্যবসায়ী; জুয়েলারি মালিক; কারিগর/শিল্পী ও কর্মী; পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী; ইন্সুরেন্স কোম্পানি; ট্রাভেল এজেন্সি; আইনজীবী; অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিশ্লেষকদের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও

অভিজ্ঞতা-নির্ভর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় তথ্য, অভিজ্ঞতা ও অভিমত প্রদান করে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক - গবেষণা ও নীতি, একই বিভাগের মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং অমিত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি'র সার্বিক তত্ত্বাবধান ও উপদেশে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণের মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সরকারের বিবেচনার জন্য এই প্রতিবেদনের এনেক্স হিসেবে সংযুক্ত নীতিমালাটির প্রাথমিক একটি খসড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

সূচি	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	**১-৬**
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট	১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৩
১.৩ স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ	৪
১.৪ গবেষণার লক্ষ্য	৪
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৬ পরিধি	৫
১.৭ অংশীজন	৫
১.৮ গবেষণা পদ্ধতি	৬
১.৯ সীমাবদ্ধতা	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বর্ণখাত বিষয়ক আইনি কাঠামো পর্যালোচনা	**৭-৯**
২.১ আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫- ২০১৮	৭
২.২ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭	৭
২.৩ বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ সিডিউল, ২০১৭ - ২০১৮	৭
২.৪ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬	৮
২.৫ কাস্টমস্ আইন, ১৯৬৯	৮
২.৬ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	৮
২.৭ ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন	৯
২.৮ রপ্তানি নীতি, ২০১৫-২০১৮	৯
তৃতীয় অধ্যায়: স্বর্ণখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ	**১০-১৯**
৩.১ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা	১০
৩.২ নিয়ন্ত্রণহীন স্বর্ণবাজার	১০
৩.৩ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুতে জবাবদিহিতার অভাব	১০
৩.৪ মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি	১১
৩.৫ সর্বজনীনভাবে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ লেনদেনের অনুপস্থিতি	১১
৩.৬ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই	১১
৩.৭ আমদানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও নেতিবাচক প্রণোদনা	১১
৩.৮ স্বর্ণবহনকারী যাত্রীর আগমন সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার না থাকা	১২
৩.৯ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে উৎসাহব্যাঞ্জক পদক্ষেপের ঘাটতি	১২
৩.১০ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবস্থার অপ্রাপ্যতা	১৩
৩.১১ পুরো স্বর্ণখাত ভ্যাটনেটের আওতায় না আসা	১৩
৩.১২ ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনা-বেচা না হওয়া	১৩
৩.১৩ বিধি-বহির্ভূত স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসার সুযোগ	১৩

৩.১৪ পার্শ্ববর্তী দেশে চাহিদার প্রভাব ১৩
৩.১৫ চোরাচালানের ঝুঁকি ১৪
৩.১৬ আটককৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ওপর পুরস্কার পাওয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ১৪
৩.১৭ 'সোর্সমানি' হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ১৫
৩.১৮ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয় ১৫
৩.১৯ স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ ১৬
৩.২০ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি ১৭
৩.২১ তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও গবেষণা ১৭
৩.২২ অন্যান্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১৭
৩.২৩ এক নজরে স্বর্ণখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব ১৮

চতুর্থ অধ্যায়: স্বর্ণখাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু উদাহরণ **২০-২৫**

৪.১ ব্যবসায়ীদের দ্বারা একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ ২০
৪.২ হলমার্ক সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন না হওয়া ২০
৪.৩ স্বর্ণ ও অবৈধ স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে অনিয়ম ২০
৪.৪ ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগ ২০
৪.৫ আমদানি শুল্ক ফাঁকি ২১
৪.৬ ভ্যাট ফাঁকি ২২
৪.৭ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালান কর্মকাণ্ড ২২
৪.৮ সুষ্ঠু আমদানি নীতির প্রতিবন্ধকাতা ২৪
৪.৯ উচ্চসুদে বন্ধকী ব্যবসা ২৪
৪.১০ স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি: স্বার্থের দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ২৫

পঞ্চম অধ্যায়: সুপারিশমালা **২৬-৩৩**

তথ্যপঞ্জী ৩৪

সারণি ও বক্স এর তালিকা

সারণি ১: স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন ও তথ্যদাতা ৫
সারণি ২: স্বর্ণখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব ১৮
বক্স ১: বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অলংকার রপ্তানির সম্ভাবনা ও সহায়ক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ১৩
বক্স ২: 'সোর্সমানি' ব্যবহার ও এর জবাবদিহিতা সম্পর্কে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অভিমত ১৫
বক্স ৩: পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে স্বর্ণালঙ্কার শিল্পীরা ১৬
বক্স ৪: স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের মানবেতর জীবন ১৬
বক্স ৫: জমজমাট বন্ধকী দোকান ২৪
বক্স ৬: নানারকম কারিগর ২৫

প্রথম অধ্যায়:
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

আবহমানকাল ধরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এছাড়া স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার জরুরি প্রয়োজনে মানুষের আপদকালীন অন্যতম অবলম্বন হিসেবে গণ্য। সহজে রূপান্তরযোগ্য মূল্যবান বস্তু হওয়ায় এটি তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে স্বর্ণালঙ্কারের উৎপাদন ও বাণিজ্যের ইতিহাস হাজার বছরের প্রাচীন। প্রাচীন বাংলায় নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করার তথ্য পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। এসময় এমনকি গ্রাম-গঞ্জের লোকেরাও স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করত। মধ্যযুগেও বাংলায় সোনা ও রুপার ব্যাপক প্রচলনের কথা জানা যায়। এসময় বাংলা হতে সিল্ক, মসলিন ও সুতি কাপড় ইউরোপে রপ্তানি হতো এবং বিনিময় মাধ্যম হিসেবে এখানে আসত স্বর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গা নদীর অদূরে তাঁতিবাজারকে কেন্দ্র করে মোঘল বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাংলার মসলিন তথা বস্ত্রশিল্পের পতন হলে আশেপাশের বহু কারিগর ও ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী বস্ত্রশিল্পের বিকল্প হিসেবে তাঁতীবাজারের স্বর্ণশিল্পে চলে আসেন। কালক্রমে নামে তাঁতিবাজার হলেও এখানে শত শত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান, স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানা, এবং স্বর্ণকেন্দ্রিক মহাজনী ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[১] তাঁতিবাজার ছাড়াও সমগ্র দেশে অনুরূপ ছোটবড় বহু কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের জেলা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কার তৈরি, স্বর্ণ কেন্দ্রিক বন্ধকী ব্যবসা ইত্যাদি সম্প্রসারণ লাভ করে। এভাবে ঐতিহাসিকভাবে বিশেষত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের জনপ্রিয় চাহিদার মুখে বাংলাদেশ স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও স্বর্ণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পৃথক একটি খাত যেখানে আজ বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন ব্যাপক সংখ্যক মানুষ।

দেশের স্বর্ণখাত সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সূত্রে নির্ভরযোগ্য জরিপ বা গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানে সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উৎসের হিসাবমতে দেশে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিশ হাজার থেকে লক্ষাধিক[২] (সর্বাধিক এক লক্ষ ২৮ হাজার, ভিন্ন মতে ৩২ হাজার এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার)। স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে পৃথক একটি খাত যেখানে বিভিন্ন স্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় রয়েছেন প্রায় বিশ লক্ষাধিক মানুষ। এই খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ হতে ২৫ কোটি টাকার টাকার লেনদেন হয়ে থাকে।[৩] এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (পুরাতন অলঙ্কার গলিয়ে প্রাপ্ত 'তেজাবি স্বর্ণ' এবং বার, বুলিয়ন, পিণ্ড প্রভৃতি আকারে কাঁচা স্বর্ণ) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে সংগৃহীত হয়ে আসছে। অভিযোগ রয়েছে যে আন্তর্জাতিক বাজার হতে সংগৃহীত স্বর্ণের সিংহভাগই চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে। এছাড়া দেশের স্বর্ণ বাজারে দাম ও মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়।

স্বর্ণ বাজারে স্বর্ণের মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত মালিক পক্ষই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। স্বর্ণ বাজারে লেনদেনকৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্যেও কোনো সরকারি উদ্যোগ নেই। এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে ক্রেতা এবং স্বর্ণশিল্পী বা শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ বা প্রয়োজনীয় কাঠামো নেই।

[১] http://bonikbarta.net/bangla/news/2015-07-03/41780/তাঁতী-বাজারের-স্বর্ণ-শিল্প-/[২] যার মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি।

[২] যার মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি।

[৩] http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=4067; তবে কোনো কোনো সূত্রের মতে দেশে জুয়েলারি দোকানের মোট সংখ্যা বিশ হাজার এবং এখাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী কারিগরদের দক্ষতার জন্যে খ্যাতি রয়েছে এবং নকশার বৈচিত্র ও সূক্ষ্মতার জন্যে বাংলাদেশের কারিগরদের দ্বারা তৈরি স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি বাজারে সফল হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণালংকার রপ্তানির জন্যে বাস্তবসম্মত প্রণোদনার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি ক্ষেত্রে কোনো অর্জন নেই। উপরন্তু বিগত বছরগুলোতে ভারত, সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে আসা স্বর্ণালঙ্কার দেশীয় বাজার দখল করবার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকে অনেক স্বর্ণশিল্পী পার্শ্ববর্তী দেশে চলে গেছেন।

সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই চাহিদার আনুমানিক দশ শতাংশ স্বর্ণ তেজাবি স্বর্ণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮-৩৬ মেট্রিক টন যার সিংহভাগ চোরাচালানের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে।[৪] বৈধপথে বছরে এই পরিমাণ স্বর্ণ আমদানি করা হলে বর্তমান শুল্কহার অনুযায়ী প্রায় ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা শুল্ক পরিশোধ করা প্রয়োজন।[৫] ব্যবসায়ীদের মতে এই উচ্চ আমদানি শুল্ক বৈধপথে স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে অন্যতম একটি নেতিবাচক প্রণোদনা। দেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হলেও প্রধান কাঁচামাল স্বর্ণ আমদানির যে বৈধ ব্যবস্থা রয়েছে সেটি ব্যবসা-বান্ধব নয় বলেও দেশের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। তাদের মতে, বৈধভাবে আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন প্রক্রিয়া জটিল ও দীর্ঘ। এছাড়া আমদানির জন্যে ফ্রেইট এবং ইন্সুরেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অপ্রতুলতা রয়েছে। এসব কারণে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বৃহৎ অংশ চোরাচালানকৃত স্বর্ণ যা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে লভ্য তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ বা করিডর হিসেবে ব্যবহার করে সক্রিয় বিভিন্ন চোরাচালান সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আনা হয় তার ক্ষুদ্রাংশই স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কাঁচামাল হিসেবে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটায়, বাকী বিশাল পরিমাণ স্বর্ণ পুণরায় অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করা হয়। এছাড়া অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে স্বর্ণের ব্যবহার এসব কর্মকান্ডকে সহজতর করছে বিধায় এসব অপরাধ বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে।[৬] ফলে সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে।

অব্যাহত স্বর্ণ চোরাচালান ও চোরাচালানভিত্তিক স্বর্ণ ব্যবসা ছাড়াও এ খাতটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও লেনদেন, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ভোক্তা ও শ্রম অধিকার, স্বর্ণভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণবাজার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি। দেশের স্বর্ণখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, মজুত, বাজার, মাননিয়ন্ত্রণ, বন্ধকী ব্যবসা, ক্রেতা ও স্বর্ণ শিল্পীদের অধিকার, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

রপ্তানি বিকাশ, রাজস্ব আদায়, স্বর্ণ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রয়েছে উদ্যোগের ঘাটতি ও নানা প্রতিবন্ধকতা। অভিযোগ রয়েছে যে বাংলাদেশ হতে ট্রানজিটের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশে যে স্বর্ণ যায় তার একটি অংশ আবার বাংলাদেশেই অলঙ্কার হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে গোপন চুক্তির মাধ্যমে চোরাপথে অবৈধভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় বিশেষত স্বর্ণালঙ্কার অধিকহারে প্রবেশের ফলে বাংলাদেশের স্বর্ণখাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশের অনেক স্বর্ণশিল্পী ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছেন এবং অনেক স্বর্ণশিল্পী ভারতে চলে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের স্বর্ণখাতের জন্যে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার অভাব। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী মহল ও আইন-শৃংখলাবাহিনীর একাংশের হাতে নিয়মিত চাঁদাবাজির শিকার হয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। চাঁদা প্রদানে অপারগ

[৪] সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা।

[৫] সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা।

[৬] সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা।

হলে নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে ডাকাতির ঘটনা প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়। লুট করা স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে অনেক ব্যবসায়ী জড়িয়ে পারেন বলেও অভিযোগ।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বর্ণখাত একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও এটি অনিয়ন্ত্রিত, জবাবদিহিতাহীন ও কালোবাজার-নির্ভর। দেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, উন্নয়ন, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বিষয়ক একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণীত হয়, যেখানে -

- স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারবেন;
- ক্রেতা সাধারণের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে;
- নিয়োজিত শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকসহ অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্মানজনক আয় বৃদ্ধি হবে;
- সর্বোপরি, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি হবে;

বর্তমানে দেশে স্বর্ণখাতে সার্বিকভাবে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন করে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এখাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে;

টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিকালে একটি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান থেকে অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটকের পরিপ্রক্ষিতে টিআইবি'র অবস্থান এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

দেশের স্বর্ণখাত যেন একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয় এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাতে যৌক্তিক শুল্কে ব্যবসা করতে পারেন সেলক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ণ একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে দেশে স্বর্ণখাতে সার্বিকভাবে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পরিবর্তন করে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলে এই ব্যবসার সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এখাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিসহ এখাতে নিয়োজিত শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য নির্ভরশীলদের জন্য সম্মানজনক আয় বৃদ্ধি ও ক্রেতা সাধারণের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে। স্বর্ণখাতের সার্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমেই একটি বাস্তসম্মত নীতিমালা সুপারিশ সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে বিমানবন্দরে চোরাচালানকৃত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে হিসাব-বহির্ভূত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার আটকের ঘটনায় (একটি জুয়েলারী প্রতিষ্ঠান 'হিসাব-বহির্ভূতভাবে মজুতকৃত ১৫.১৩ মণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার'সহ)[৭] এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব বিরাজমান। বৈধ-

[৭] 'আপন জুয়েলার্সের সোনা বেড়ে হয়েছে ১৫.১৩ মণ', *বাংলা ট্রিবিউন*, জুন ০৫, ২০১৭। https://goo.gl/dBp3LY. Accessed on November 12, 2017.

অবৈধভাবে বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের দেশীয় বাজারে অনুপ্রবেশের ফলে দেশীয় স্বর্ণখাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেমন - স্বর্ণশিল্পদের দেশ ত্যাগ ও পেশা পরিবর্তন, ইত্যাদি।

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট অংশীজন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও জবাবদিহিতা কাঠামোর অধীনে আসে সেলক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতার বিষয়টি আলোচনায় সামনে উঠে আসে। টিআইবি দুই দশকের অধিক সময় ধরে দেশের জনগুরুপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহায়ক গবেষণা ও নীতি অধিপরামর্শমূলক কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্বর্ণখাতে সুশাসনের ঘাটতি দূরীকরণে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে টিআইবি গণমাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করে (৯ জুন ২০১৭) এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

১.৩ স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও এই খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ এবং সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সাম্প্রতিককালে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক ও উদ্ধার তৎপরতার দৃষ্টান্ত রয়েছে (চিত্র ১ দেখুন)।

চিত্র ১: বাৎসরিক আটককৃত স্বর্ণের পরিমাণ (কেজি) (সূত্র: শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর)

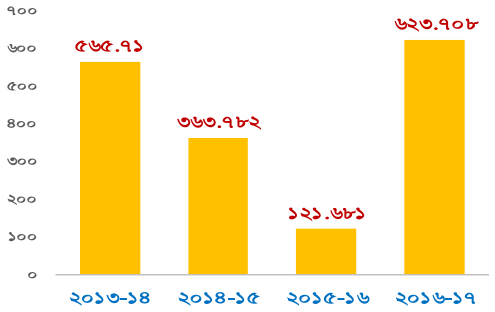

বাংলাদেশ কাস্টমস এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির চলমান উদ্যোগ হিসেবে স্থল (বেনাপোল) ও বিমান (ঢাকা ও চট্টগ্রাম) বন্দরে ‘মেটাল ডিটেক্টর’ ও ‘আর্চওয়ে’ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ‘কার্গো এরিয়া’তে সীমিত সংখ্যাক ব্যাগেজ স্ক্যানিং যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে, জনবল সংকট নিরসনে বর্তমানে প্রবেশ স্তরে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে এবং এই স্তরে আগের তুলনায় নিয়োগ বৃদ্ধির কথা জানা যায়।[৮]

১.৪ গবেষণার লক্ষ্য

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, স্বর্ণভিত্তিক বন্ধকী ব্যবসা ও রপ্তানি বিষয়ক একটি সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো প্রস্তাবে সহায়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান যার ভিত্তিতে স্বর্ণ ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাংঙ্গ, টেকসই, স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের স্বর্ণখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয় চিহ্নিতকরণ। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১. স্বর্ণখাতের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা।

২. স্বর্ণখাতে বিরাজমান বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা।

৩. স্বর্ণখাতটিকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন

[৮] মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, ২১ জুলাই, ২০১৭

১.৬ পরিধি

গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো নিন্মে উল্লেখ করা হলো-

১. আইনি কাঠামো
২. স্বর্ণের বাজার
৩. বাণিজ্যিক মজুত
৪. মান নিয়ন্ত্রণ
৫. স্বর্ণ আমদানি
৬. স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি
৭. ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ
৮. চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ
৯. শিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমঅধিকার
১০. বন্ধকী ব্যবসা
১১. তথ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা

১.৭ অংশীজন

এই নীতিমালার আওতাধীন অংশীজনরা হলেন-

১.৭.১ মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্তৃপক্ষ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; অর্থমন্ত্রণালয়; রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; অর্থমন্ত্রণালয়য়; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যাণ্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ; বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ); স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আইন মন্ত্রণালয়; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ; নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।

১.৭.২ সরকারি/বেসরকারি ব্যাংক;

১.৭.৩ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর; কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি); এয়ারপোর্ট কাস্টমস্-ঢাকা; ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ, কাস্টমস হাউজ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড; বাংলাদেশ পুলিশ; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা; প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ইত্যাদি;

১.৭.৪ ভোক্তা অধিকার কর্তৃপক্ষ: জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি);

১.৭.৫ স্বর্ণ ব্যবসা ও বাজার সংশ্লিষ্ট অংশীজন -

- স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী (পাইকারি ও খুচরা)/ব্যক্তি বিক্রেতা ও আমদানিকারক;
- স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী ও সংশ্লিষ্ট শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিক, পোদ্দার;
- স্বর্ণখাতের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের (বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতি, বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফেকচার্স অ্যাণ্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইত্যাদি) প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন;
- স্বর্ণালঙ্কার ক্রেতা, মানযাচাই সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন - বাংলা গোল্ড প্রা. লি., স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসায়ী, পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী, ইন্সুরেন্স কোম্পানি ও ট্রাভেল এজেন্সি;

১.৭.৬ অন্যান্য: বীমা কোম্পানি, ফ্রেইট (স্বর্ণ বহনকারী), ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, গবেষক, ও বিশ্লেষক, এবং নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত গুণগত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হলো - প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশনা ও দলিলাদিসহ বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যম প্রতিবেদন, ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ তথ্য স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও অংশীজনের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে:

সারণি ১: স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন ও তথ্যদাতা	
▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)	▪ ম্যাজিস্ট্রেটস্- অল এয়াপোর্টস অব বাংলাদেশ
▪ বাংলাদেশ ব্যাংক (বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট)	▪ পুলিশ
▪ বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)	▪ বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতি
▪ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	▪ বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফেকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
▪ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)	▪ মানযাচাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বাংলা গোল্ড প্রা. লি.)
▪ শুল্ক গোয়েন্দা এবং তদন্ত অধিদপ্তর	▪ স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসায়ী
▪ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	▪ জুয়েলারী মালিক, কারিগর/শিল্পী ও কর্মী
▪ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	▪ পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবসায়ী
▪ এয়ারপোর্ট কাস্টমস	▪ ইন্সুরেন্স কোম্পানি
▪ কাস্টমস হাউজ	▪ ট্রাভেল এজেন্সি
▪ কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট;	▪ অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও বিশ্লেষক
	▪ আইনজীবী

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও টুলস্: মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যদাতাদের ধরনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনা ও আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

তথ্য যাচাই: গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই ও ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। একই তথ্য একাধিক সূত্র হতে সংগ্রহ এবং একটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য অপর একাধিক ভিন্ন উৎসের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনে একই তথ্যদাতার কাছে একাধিকবার ফিরে যাওয়া প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের সময়: জুলাই - নভেম্বর, ২০১৭।

১.৯ সীমাবদ্ধতা

এটি মূলত স্বর্ণখাতের জন্যে একটি সার্বিক নীতিমালার সম্ভাব্য উপাদানসমূহ সুপারিশের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা (ব্যাকগ্রাউণ্ড অ্যানালাইসিস) যেখানে স্বর্ণখাতের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি স্বর্ণখাতের জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাবের ওপর পরিচালিত ব্যাপক ও সার্বিক বিশ্লেষণমূলক ডায়াগনস্টিক গবেষণা নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
স্বর্ণখাত বিষয়ক আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

বাংলাদেশের স্বর্ণখাতের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোনো নীতিমালা নাই। তবে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা, আইন ও প্রজ্ঞাপনে স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানিসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের অবৈধ ব্যবসা, পরিবহন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ ও চোরাচালান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছু বিধি বিধান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, যেমন চোরাচালানের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন প্রকার শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। নিচে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইনের ওপর গবেষণার পর্যবেক্ষণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

২.১ আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫- ২০১৮[৯]

আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫ - ২০১৮ এ স্বর্ণ আমদানীর শর্তাবলী যেমন শুল্কহার, আমদানীর সীমা ইত্যাদি বিস্তারিত উল্লেখ না করে শুধু বলা হয়েছে। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৭' এ প্রদত্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করা যাবে|

২.২ ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭[১০]

'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭'-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত অনুমতি নিয়ে নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বর্ণ আনা-নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১১] এছাড়া উক্ত আইনে সরকার পরিপত্র জারির মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি, ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শর্তারোপ ও তা প্রয়োগের বিষয়টি উল্লেখ আছে। তবে উল্লেখ থাকে যে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (সংশোধিত ২০১৫), ১৯৪৭' অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ অনুমতি ও ধার্যশুল্ক (বিদ্যমান 'ট্যারিফ সিডিউল' অনুযায়ী) পরিশোধ ব্যাতিরেকে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার নিয়ে আসলে কিংবা গেলে অথবা মুদ্রা বিনিময় করলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হবেন। অতপর, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি আমদানিকৃত পণ্য বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।[১২] প্রাপ্ত তথ্য মতে অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং ইত্যবসরে বিশ্ববাজারে মূল্য বৃদ্ধির ঝুঁকি, ফ্রেইট ও ইন্স্যুরেন্সের অপ্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণ উল্লেখপূর্বক স্বর্ণ আমদানি প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীগণ সম্পৃক্ত হতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন।

২.৩ বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ সিডিউল, ২০১৭ - ২০১৮

কাস্টমস ট্যারিফ সিডিউলে শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত অনুমতি নিয়ে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট' এর আওতায় স্বর্ণ আমদানি করা যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার নিম্নরূপ:

- অগঠিত/বার আকারে ৩,১৫৭ টাকা/ভরি;[১৩]
- আধা-শিল্পজাত রূপে ৩,১৬২ টাকা/ভরি[১৪]

---

[৯] আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৬. ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ধারা ২৬ উপধারা ২২ পৃষ্ঠা নং -১৩৬২ http://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Import_policy_2015-2018%20%28Bangla%29.pdf. Accessed on August 27, 2017.

[১০] এই অ্যাক্টটি ২০১৫ সালে Foreign Exchange Regualaiton (Amenment) Act, 2015 নামে সংশোধন করা হয়েছে।

[১১] ধারা ৮, Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

[১২] ধারা ২৩, Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

[১৩] শুল্ক ৩০০০ টাকা ও অ্যাডভান্সড ট্রেড ভ্যাট ৪ শতাংশ (সূত্র: এইচ এস কোড, নম্বর ৭১০৮১২০০, National Customs Tariff, Fiscal Year: 2017-2018, National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh. Accessed on November 7, 2017. https://customs.gov.bd/files/TRF1718V2_TTI.pdf.

ব্যবসায়ীরা বিদ্যমান শুল্কহারকে উচ্চ তথা অলাভজনক মনে করেন। এছাড়া অবৈধ স্বর্ণের প্রাপ্যতার কারণে জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়ায় বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানিতে তারা আগ্রহী হন না। এমতাবস্থায় শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে বৈধভাবে আমদানির দৃষ্টান্ত নেই।

২.৪ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬

'ব্যাগেজ রুল'[১৫] হিসেবে পরিচিত এই বিধিমালায় একজন যাত্রী অনধিক ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার (একই প্রকার অলংকার ১২টির অনধিক) কোনো প্রকার শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে ১০০ গ্রামের অতিরিক্ত প্রতিগ্রাম স্বর্ণালঙ্কারের (ফিনিশড্) শুল্ক হার ১,৫০০ টাকা। কিন্তু একজন যাত্রী বছরে কতবার এই সুযোগ পাবেন সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নাই। অপরদিকে, স্বর্ণপিণ্ডের (স্বর্ণবার) ক্ষেত্রে নির্ধারিত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে (প্রতিভরি/১১.৬৬৪ গ্রামের জন্য ৩,০০০ টাকা) ২৩৪ গ্রাম পর্যন্ত আনার সুযোগ বিধান রাখা রয়েছে।

২.৫ কাস্টমস্ আইন, ১৯৬৯

বাংলাদেশে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সামগ্রীর (সামগ্রিকভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারসহ) ওপরে ধার্য শুল্কের পরিমাণসহ এই আইনের ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তির বিধান সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। কিছু উদাহরণ-

- চোরাচালানে সম্পৃক্ত থাকলে পণ্যমূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড ও পণ্য বাজেয়াপ্ত; ম্যাজিস্ট্রেক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে অনধিক ছয় বৎসর কারাদণ্ডসহ দশগুণ অর্থদণ্ড;
- পণ্য সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা ও ভুল তথ্য দিলে পণ্যমূল্যের তিনগুণ অর্থদণ্ড ও পণ্য বাজেয়াপ্ত; ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড;
- বাস্তবে চোরাচালানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের প্রয়োগ হয় না। সাধারণত বিশেষ ক্ষমতা আইনে (১৯৭৪) মামলা রুজু হয়।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, বাস্তবে চোরাচালানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের প্রয়োগ হয় না। সাধারণত বিশেষ ক্ষমতা আইনে (১৯৭৪) মামলা রুজু হয়।

২.৬ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইনে যাই থাকুক না কেন কোনো ব্যক্তি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে স্বর্ণ (কয়েন, পিণ্ড, বার) ও প্রক্রিয়াজাত স্বর্ণবস্তু' দেশের অভ্যন্তরে আনা বা বাইরে পরিবহন করলে চোরাচালানের দায়ে অভিযুক্ত হবে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ন্যূনতম দুই থেকে সর্বোচ্চ চৌদ্দবছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।[১৬] আর এই আইনে কৃত অপরাধ 'প্রগ্রাহ্য (কগনিজিবল) এবং সাধারণভাবে অজামিনযোগ্য'[১৭] যা বিশেষ 'ট্রাইবুনালে বিচারযোগ্য'[১৮]। বাস্তবক্ষেত্রে দুর্বল তদন্ত ও অভিযোগ গঠন, অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদি কারণে চোরাচালান সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তরা উচ্চ আদালত থেকে সহজে জামিন পেয়ে থাকেন এবং বিচারিক দণ্ড হতে অব্যাহতি পেয়ে যান। জামিন নেওয়ার পর পুনরায় চোরাচালানে জড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

---

[১৪] এইচ এস কোড, নম্বর ৭১০৮১৩০০, National Customs Tariff, Fiscal Year:2017-2018, National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh. Accessed on November 7, 2017. https://customs.gov.bd/files/TRF1718V2_TTI.pdf.

[১৫] বাংলাদেশি কোনো নাগরিক বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ করে স্বর্ণবার লাগেজ বা ব্যাগেজের সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসার সুযোগ পান। এ সংক্রান্ত আইন 'ব্যাগেজ রুল' বা ব্যাগেজ বিধিমালা নামে হিসেবে পরিচিত। এর বিস্তারিত জানতে দেখুন: যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা ২০১৬ (২০১৭ সালে সংশোধিত). http://nbr.gov.bd/uploads/rules/9.pdf; http://nbr.gov.bd/uploads/sros/144_Baggage_Rule_Amend.pdf. Asscessed on August ৩০, ২০১৭.

[১৬] ধারা ২৫ বি, উপধারা ১, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪।

[১৭] ধারা ৩২, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪।

[১৮] ধারা ২৬, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪।

২.৭ ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন

এই গাইডলাইনে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতির অধীনে স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত অলঙ্কারে মূল্য সংযোজন সাপেক্ষে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।[১৯] প্রাপ্ত তথ্য মতে, 'সুপারভাইজ বন্ড' ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সুপারভাইজারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এ পদ্ধতির চর্চা বাস্তবে নেই এবং কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতে সুপারভাইজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তার দ্বারা অনৈতিক সুবিধা আদায়ের সুযোগ ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে রপ্তানি সনদ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ায় এটি জটিল, সময় সাপেক্ষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থব্যয় প্রয়োজন বলেও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।

২.৮ রপ্তানি নীতি, ২০১৫-২০১৮

স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রির কাঁচামাল আমদানি সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নসহ স্বর্ণশিল্পকে উৎসাহিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানি সহায়ক নীতিমালা প্রণীত হয় নি বা স্বর্ণখাতে রপ্তানি উৎসাহিত করবার লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান।

২.৯ উপসংসহার

সার্বিকভাবে দেখা যায়, স্বর্ণ চোলাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট আইন কঠোর হলেও স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়া কার্যত নিয়ন্ত্রণমূলক ও দুর্নীতির ঝুঁকিপ্রবণ। এছাড়া দেশীয় বাজারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্বর্ণের মজুত, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার ও শ্রম অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অস্পষ্ট। বিশেষ ক্ষমতা আইনে স্বর্ণ চোরাচালানের মামলাগুলো হওয়ার ফলে ও এই আইনে কঠোর দণ্ডের কারণে মামলার রায় নির্ণয়ে প্রখরভাবে নিশ্চয়তামূলক স্বাক্ষ্য প্রমাণের ওপর জোর প্রদান করা হয়। কিন্তু অদক্ষ তদন্ত, দুর্নীতির ইত্যাদির মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দুর্বল করা হয়। ফলে আসামি সহজে জামিন বা খালাস পেয়ে যাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনজ্ঞগণের একাংশ 'বিশেষ ক্ষমতা ১৯৭৪' এর মতো কঠোর আইন সকল স্বর্ণ চোরাচালানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে 'কাস্টমস আইন- ১৯৬৯' প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। প্রয়োজনে কাস্টমস আইন- ১৯৬৯ এর অধিকতর সংশোধন করা যেতে পারে।

[১৯] ভলিয়্যুম ১, অধ্যায় ৬, ধারা ১২, ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

তৃতীয় অধ্যায়:
স্বর্ণখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

৩.১ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা

অভিযোগ রয়েছে যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টদের একাংশ বিশেষ করে যারা অবৈধ স্বর্ণের লেনদেন ও চোরাকারবার থেকে লাভবান হন এবং বৃহৎ জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের একাংশ যারা সমগ্রদেশে কাঁচা স্বর্ণ সরবরাহ করে থাকেন তারা সকলেই পারস্পরিক অনুল্লেখিত সমঝোতার মাধ্যমে দেশে স্বর্ণ আমদানির একটি নীতিমালা যাতে প্রণীত না হয় সে বিষয়ে সক্রিয়। উল্লেখ্য, স্বর্ণ আমদানি সহজ হলে একদিকে যেমন- নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের একাংশের অবৈধ অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হবে অন্যদিকে বৃহৎ জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের একাংশ বাজারে বিধি-বহির্ভূত ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হারানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.২ নিয়ন্ত্রণহীন স্বর্ণবাজার

স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ও মেরামত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে 'গোল্ড ডিলিং লাইসেন্স' গ্রহণ করার বিধান থাকলেও সর্বজনীনভাবে ব্যবসায়ীরা তা এই বিধান অনুসরণ না করায় সরকারের রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়। দেশের স্বর্ণবাজারে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ তথা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য মূলত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সনাতনী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ ও মান ব্যবসায়ীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এছাড়া স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থপাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি করা হলেও মূল্য হ্রাসের ক্ষেত্রেও অনুরুপ আকারে হ্রাস করা হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যবসায়ীরা শুধু আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির যুক্তি দেখিয়ে দেশীয় বাজারে স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ/পরিবর্তনের কথা বলে থাকেন। কিন্তু বিশ্ববাজারে স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তনের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থল ও বিমানবন্দরে স্বর্ণ আটক হওয়ার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে তা সমন্বয় করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশীয় বাজারে স্বর্ণের দাম প্রভাবিত করার অভিযোগ রয়েছে।

স্বর্ণখাত তত্ত্বাবধানের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া যথার্থ নীতির অভাবে ও কার্যকরভাবে চোরাচালানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ রোধ না হবার ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণবাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার অব্যাহত রয়েছে।

৩.৩ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুতে জবাবদিহিতার অভাব

স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণের কাছে গহনা প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত রয়েছে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান নেই। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কার কাছে কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার মজুত রাখা যাবে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি-বিধানের অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি নীতি-নির্দেশনা না থাকায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হিসাব-বহিভূতভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ ও মজুত করার সুযোগ বিদ্যমান। সম্প্রতি একটি জুয়েলারি হতে অপ্রদর্শিত ও হিসাব-বহির্ভূত সর্বমোট প্রায় ১৫.১৩ মণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়। উল্লিখিত স্বর্ণের মজুত ধরা পড়ার পর এটি প্রতীয়মান হয় যে স্বর্ণ মজুতের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আটককৃত ও পরে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রি বন্ধ রয়েছে; ফলে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের অবৈধ স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীলতার ঝুঁকি বিরাজমান।

৩.৪ মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্যারেট ও খাদের মান নির্ধারণ, এবং তা যাচাইয়ের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি (ল্যাবটেস্ট/'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট') ব্যবহার করে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নির্ধারণের জন্য সরকারি মান নির্ধারক প্রতিষ্ঠান, যেমন- 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিটিটেশন বোর্ড' (বিএবি) অথবা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে মান ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারে বিভিন্ন ক্যারেটের যে গহনা বিক্রি করা হয় বাস্তবে তাতে কী পরিমাণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকে তা বাজার পর্যায়ে পরীক্ষণ ও তদারকির জন্য সরকারি অনুমোদিত ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক খাদ মিশিয়ে ও মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতাদেরকে প্রতারিত করার সুযোগ বিদ্যমান। ২০০৭ সাল হতে রাজধানীতে বেসরকারি উদ্যোগে তাঁতীবাজারে একটি প্রতিষ্ঠান সীমিত পরিসরে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান (হলমার্ক স্টিকারযুক্ত) ও খাদ পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করে থাকলেও এটি এখনও পর্যন্ত তা সরকারিভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। এছাড়া স্বর্ণবাজার পরিবীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, যেমন- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি বিশেষ করে মানযাচাই, খাদ নির্ণয় ও ওজন নির্ধারণ রয়েছে।

৩.৫ সর্বজনীনভাবে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ লেনদেনের অনুপস্থিতি

আন্তর্জাতিক স্বর্ণ বাজারে হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন লেনদেনের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান সমতুল্য সকল মানের (ক্যারেট) এবং হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয় প্রচলিত নয়। গবেষণার দেখা যায়, দেশীয় বাজারে সর্বজনীনভাবে আন্তজার্তিক মানসমতুল্য এবং হলমার্ক চিহ্ন সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের লেনদেনের আইনি বাধ্যবাধকতাসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা কাঠামো না থাকায় ক্রেতা সাধারণের প্রতারিত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি বিদ্যমান। এদেশের রাজধানীসহ দেশীয় বাজারে কিছু প্রতিষ্ঠান হলমার্ক মূল্যায়ণ চিহ্নসহ স্বর্ণালঙ্কার বিক্রিয় করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মানদণ্ডে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন প্রচলিত।

৩.৬ স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য আমদানি লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই

স্বর্ণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্বর্ণ আমদানি অপরিহার্য হলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে স্বর্ণ আমদানির ব্যবসায়ী কিংবা সরকার নির্ধারিত কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় নি। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সরকার নির্ধারিত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদেরকে স্বর্ণ আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স, 'গোল্ড ডিলিং লাইসেন্স' ও 'মানি লেন্ডিং লাইসেন্স' সংগ্রহ করে থাকলেও স্বর্ণ আমদানির জন্য 'ইমপোর্ট লাইসেন্স' সংগ্রহ করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

৩.৭ আমদানি প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও নেতিবাচক প্রণোদনা

বিদেশ থেকে স্বর্ণ আনার ক্ষেত্রে ব্যাগেজ রুল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট দু'টো বিধান বিদ্যমান। স্বর্ণের বাণিজ্যিক আমদানি প্রক্রিয়াটি জটিল ও ব্যবসা-বান্ধব নয় বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রয়েছে। শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে বৈধভাবে আমদানির দৃষ্টান্ত নেই। ব্যবসায়ীরা বিদ্যমান শুল্কহারকে উচ্চ, ব্যবসায়িকভাবে অলাভজনক ও এটিকে একটি নেতিবাচক প্রণোদনা হিসেবে গণ্য করেন। ব্যবসায়ীদের মতে স্বর্ণ আইনগতভাবে নিষিদ্ধ পণ্য না হলেও বাস্তবে তা অ-আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ সমতুল্য। দেশে স্বর্ণ বেচাকেনা এবং কাঁচামাল হিসেবে স্বর্ণ ব্যবহার করে স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদন ও তা বিক্রয় অবৈধ না হলেও চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সহজ পদ্ধতিতে স্বর্ণ আমদানির সুযোগ নেই। একজন ব্যবসায়ীকে ফরেন এক্সচেঞ্জ গাইডলাইন মেনে বিদেশ থেকে স্বর্ণ আনতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত সম্মতিসাপেক্ষে 'লেটার অব ক্রেডিট' (এলসি) খোলার পাশাপাশি বিশেষ 'কনসাইনমেন্ট'-এর আওতায় (সব নথি জমাদান সাপেক্ষে) তিনটি ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) পৃথক পৃথক তদন্ত/অনুসন্ধান সাপেক্ষে ছাড়পত্র

পেতে ১ - ১.৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়।[২০] উক্ত সময়ের মধ্যে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম সচরাচর পরিবর্তন হওয়ায় এলসি খুলে স্বর্ণ আমদানি ব্যবসায়ীদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ ও অজনপ্রিয়।

বাংলাদেশে সরকারি ব্যাংক বা সরকার মনোনীত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থার অধীনে বিগত এক দশকে এলসি খুলে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ আমদানির নজির নেই। অপরপক্ষে, বাহকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার হতে সরাসরি বিমানযোগে স্বর্ণ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ২৩৪ গ্রাম একটি বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে। এমতাবস্থায় অবৈধভাবে চোরাচালানের মাধ্যমে আনীত স্বর্ণ সংগ্রহের দিকে ব্যবসায়ীরা ঝুঁকে পড়েন। আবার চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ সংগ্রহ করার সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানিতে উৎসাহী না হবার একটি কারণ হিসেবেও কাজ করে। দেশের প্রথমসারির জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের শো-রুমের বেশিরভাগ অলঙ্ককার বিশেষ করে চেইন, হাতে পরার গহনাসমূহ ও অন্যান্য ভারী অলঙ্কার সেট মূলত বিদেশ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে।[২১]

৩.৮ স্বর্ণবহনকারী যাত্রীর আগমন সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার না থাকা

দেশের সকল স্থল ও বিমানবন্দরে 'ব্যাগেজ রুল' এর আওতায় নিয়ে আসা বা বহন করা স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণবার সম্পর্কিত তথ্য কোনো তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত রাখার এবং এর বিপরীতে রশিদ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একজন যাত্রী বছরে যতবার খুশী ততবার বিদেশ থেকে স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কার আনছেন। ব্যাগেজ রুলের এই অপব্যবহারের সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ীদের একাংশ দ্বারা যাত্রীদেরকে স্বর্ণালঙ্কারের বাহক হিসেবে ব্যবহার করার ফলে দেশের বাজারে অবৈধভাবে স্বর্ণালঙ্কার প্রবেশের ঝুঁকি বিদ্যমান।

৩.৯ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে উৎসাহব্যাঞ্জক পদক্ষেপের ঘাটতি

বিদেশে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে তৈরি অলঙ্কার শিল্পের বাজার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা যায় নি। স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি প্রসার করতে জাতীয় রপ্তানি নীতিমালায় অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানির সহায়ক নীতিমালা প্রনয়ন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, অথচ উক্ত নীতিমালার আলোকে এ সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণীত হয় নি এবং রপ্তানি উৎসাহিত করতে বিশেষ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। রপ্তানিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় তথা বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াত বা ভর্তুকির কার্যকর ব্যবস্থা নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো ব্যবসায়ী স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বর্ণা আমদানি করে উক্ত স্বর্ণ হতে 'সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়ারহাউজ' পদ্ধতির আওতায় অলঙ্কার উৎপাদনের বিধান রয়েছে। তবে এই ব্যবস্থায় সুপারভাইজারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকার ফলে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। গত এক দশকে বাংলাদেশ হতে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় না। বিপরীতক্রমে বিগত বছরগুলোতে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে আসা স্বর্ণালঙ্কার দেশীয় বাজার দখল করবার অভিযোগ রয়েছে।

স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি প্রসারিত করতে জাতীয় রপ্তানি নীতিমালায় অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানির সহায়ক নীতিমালা প্রনয়নের ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। রপ্তানিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় তথা বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াত বা ভর্তুকি সংশ্লিষ্ট প্রনোদনা এ খাতের ব্যবসায়ীরা পান না এবং রপ্তানিমুখী অন্যান্য শিল্পের মতো, এই শিল্পের প্রসারের জন্য সরকার অনুমোদিত বিশেষ/নির্দিষ্ট শিল্পজোন নেই। ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ রয়েছে যে, বর্তমানে স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সনদ সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ ও নিয়ম-

[২০] মুখ্য তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[২১] মুখ্য তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্য।

বহির্ভূতভাবে অর্থব্যয় সাপেক্ষ। রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউজ' পদ্ধতি সুপারভাইজরের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতা ও দুর্নীতির সুযোগ বিদ্যমান বলে ব্যবসায়ীদের অভিমত।

বক্স ১: বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অলংকার রপ্তানির সম্ভাবনা ও সহায়ক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা

"১০০ এর বেশি আন্তর্জাতিক জুয়েলারি ফেয়ারে অংশ নিয়েছি। এই সব বিভিন্ন ফেয়ারে আমার দেশের প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়েছি। দেশের স্বর্ণশিল্পীদের কারুকার্য এবং তাদের হাতের কাজ খুবই প্রশংসিত হয়েছে। জাপানের প্রিন্স আমার স্টলে গিয়েছিল এবং আধঘণ্টা অবস্থান করেছিল। দুই লক্ষ ইউএস ডলার স্পট সেল দিয়েছিলাম। যদিও বিক্রির ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। আমি বলতে চাচ্ছি- বাংলাদেশের গহনার চাহিদা আছে বিদেশে। বিদেশিরা পারে তাহলে আমরা কেন স্বর্ণ রপ্তানি করতে পারব না। সকলের ভালোবাসা নিয়ে আমি একটি জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি করেছি। এই ইন্ডাস্ট্রি ভারত এবং দুবাইতে পর্যন্ত নাই। যেখানেই যাই দেখি, সব মার্কেট ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে। যে ইন্ডাস্ট্রি করেছি এর সঙ্গে সরকার যদি আমাদের একটা স্বর্ণ নীতিমালা দিয়ে সহযোগিতা করে তাহলে বছরে ১০ টন গোল্ড আমি বিদেশে নিজেই এক্সপোর্ট করতে পারব"।

-ঢাকার একজন খ্যাতনামা স্বর্ণ ব্যবসায়ী (সাপ্তাহিক, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২, ৯ নভেম্বর ২০১৭, http://www.shaptahik.com/v2/?DetailsId=12489. Accessed on November 15, 2017

৩.১০ আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) ব্যবস্থার অপ্রাপ্যতা

বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে অপর একটি বাধা হল এক্ষেত্রে কোনো বেসরকারি ফ্রেইট ও ইন্সুরেন্স পাওয়া যায় না। দেশের স্টল ও বিমানবন্দর সমূহের স্টোর (হ্যাঙ্গার) থেকে পণ্য চুরি, হারানো, দ্রুত খালাস না হওয়া, অক্ষত অবস্থায় গ্রাহকের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণে বীমা ও পরিবহন (ফ্রেইট) কোম্পানি স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পরিবহনে আগ্রহ দেখায় না।

৩.১১ পুরো স্বর্ণখাত ভ্যাটনেটের আওতায় না আসা

অদ্যাবধি স্বর্ণ ব্যবসা খাতকে সামগ্রিকভাবে পুরোপুরিভাবে ভ্যাটের আওতায় আনা সম্ভব হয় নি।

৩.১২ ব্যাংকিং চ্যানেলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার কেনা-বেচা না হওয়া

স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ইসিআর/ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা/মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন হয় নি। এছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাংকিং চ্যানেলে অথবা ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থায় সম্পন্ন করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অর্থপাচার ও অন্যান্য অবৈধ লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে।

৩.১৩ বিধি-বহির্ভূত স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসার সুযোগ

রাজধানীর তাঁতীবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদে (বাৎসরিক হিসাবে প্রায় ৩০% - ৪৮%) স্বর্ণ লগ্নী ('বন্ধকী') ব্যবসার প্রচলন রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও উচ্চ সুদের এই বন্ধকী ব্যাবসার ব্যাপারে সরকারি আর্থিকখাত নিয়ন্ত্রক সংস্থা তথা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না।

৩.১৪ পার্শ্ববর্তী দেশে চাহিদার প্রভাব

ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা ব্যাপক। ভারতে অভ্যন্তরীণ বাজারে ২০১৬ সালে স্বর্ণের সামগ্রিক ভোক্তা চাহিদার পরিমাণ ছিল ৬৬৬.১ টন (এর মধ্যে জুয়েলারী ৫০৪.৫ টন ও স্বর্ণবার বা মুদ্রা ১৬১.৬ টন)। এই স্বর্ণের প্রায় ৪০ - ৫০ শতাংশ চোরাচালানের মাধ্যমে সংগ্রহীত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতে চোরাচালানকৃত হয়ে যে সকল দেশ থেকে স্বর্ণ অনুপ্রবেশ করে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বর্ণের করিডরসমূহের মধ্যে চীন, মায়ানমার, নেপাল ও বাংলাদেশ অন্যতম। ভারতে একদিকে যেমন স্বর্ণের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তেমনি দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বর্ণের মূল্য প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে অনেক বেশি। এছাড়া শুল্ক হার বৃদ্ধি ও বিমানবন্দর সমূহে চোরাচালানবিরোধী

কঠোর পদক্ষেপের কারণে এমতাবস্থায় আন্তরাষ্ট্রীয় চোরাচালানচক্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে স্থলপথে স্বর্ণবার ভারতে পাচারের হয়ে থাকে উচ্চ ঝুঁকি বিরাজমান।

৩.১৫ চোরাচালানের ঝুঁকি

চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে স্থল ও বিমান বন্দরে দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতি, যেমন- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সকল আগমন-বহির্গমন পথে সর্বাধুনিক স্ক্যানার ও আর্চওয়ে, মোবাইল ভ্যাহিক্যাল স্ক্যানার না থাকা, এবং বন্দরগুলোতে দায়িত্বপালনরত আইন-শৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জনবল সংকট, যেমন- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে দায়িত্বরত 'বিমানবন্দর কাস্টমস'-এর প্রতি শিফটে পঞ্চাশের অধিক জনবল প্রয়োজন হলেও বাস্তবে কর্মরত ১৫ জন থেকে ১৬ জন। চোরাচালানের সাথে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ধরা না পড়া ও ক্ষেত্র বিশেষে আটক না করার অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয়, সংযোগ ও প্রভাবে চোরাচালান সিণ্ডিকেটসমূহ চোরাচালান কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। একই ব্যক্তি কর্তৃক একই অপরাধের পুনরাবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে। আবার দ্রুত জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে বিমানবন্দর-ভিত্তিক সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে পুনরায় একই কাজে সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, এমন অভিযোগও রয়েছে। চোরাচালানের মামলাগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতাও চোরাচালানের ঘটনাকে প্রভাবিত করার অভিযোগ রয়েছে। স্বর্ণ চোরাচালানের মামলায় সাজা না হওয়ার পেছনে নিম্নোক্ত কারণসমূহ দায়ী-

- দক্ষ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্ষমতায় ঘাটতি;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগপত্র পেশ;
- তথ্য প্রমাণ গায়েব বা বিনষ্ট হওয়া;
- সাক্ষ্য প্রমাণের অপর্যাপ্ততা;
- তদন্ত কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে প্রয়োজনীয় সময়ে অনুপস্থিতি;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা ও বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বা চাপ প্রয়োগ;
- চোরাচালান চক্রের সাথে স্থল ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একাংশের লাভজনক যোগাযোগ বা সম্পর্ক, ইত্যাদি;
- চোরাচালান মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন- শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব আইনজীবী প্যানেল নেই;

বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন বন্দরসমূহে স্বর্ণ চোরাচালানের বাহক আটক করা হলেও চোরাচালানের ঘটনার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তি ও অর্থলগ্নীকারীগণ আটক ও বিচারের মুখোমুখি হওয়ার উদাহরণ বিরল। এছাড়া স্বর্ণ চোরাচালান সম্পূর্ণ দেশের বাইরে অবস্থানকারী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে -বিশেষত বাংলাদেশকে ভারতে স্বর্ণ চোরাচালানের করিডর হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে- নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩.১৬ আটককৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ওপর পুরস্কার পাওয়ায় দীর্ঘসূত্রতা

দেশে আগমন ও বহির্গমন পথগুলোতে আটককৃত অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের অনধিক ১০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যমানের পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নিম্ন ও উচ্চ আদালতে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিশ্চয়তা থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই একটি গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে পুরস্কার সুযোগ হতে বঞ্চিত হন। এমতাবস্থায় প্রণোদনা তথা পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টি বাস্তবে কার্যত কোনো ভূমিকা রাখছে না বলে অভিমত রয়েছে।

৩.১৭ 'সোর্সমানি' হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

সোর্সমানি হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি নিরীক্ষণের আওতাধীন নয় বলে[২২] 'এয়ারপোর্ট কাস্টমস কমিশনার' এর অনুকূলে 'সোর্সমানি' হিসেবে নামে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রকৃত সোর্সকে বাস্তবে কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া বা আদৌ দেওয়া হয় কি-না তার যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতা নেই বলে চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক আদায় সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো কর্মকর্তার অভিমত নি।

বক্স ২: 'সোর্সমানি' ব্যবহার ও এর জবাবদিহিতা সম্পর্কে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অভিমত

সোর্সমানি ব্যবহার নিরীক্ষা-বহির্ভূত বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের জোর দাবি এই যে, "এই অথ বিষয়ে আপনাদের কিছু বলা যাবে না। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এনবিআর থেকে পেয়ে থাকে যা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রয়েছে। এই অর্থ ব্যয় নিরীক্ষামুক্ত। আমরা সোর্সমানি সম্বন্ধে বিষয়ে কিছু বলবো না, এবং এ বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য নই। আপনাদের (বর্তমান গবেষণা দল) এ বিষয়ে ঘাঁটাঘাটি করার দরকার নেই। আপনারা এ বিষয়ে কিছু লিখবেন না। বিষয়টি সম্পর্কে এনবিআর-এর চেয়ারম্যান ছাড়া কারো কাছে কিছু বলতে আমি বাধ্য নই।'

সূত্র: শুল্ক আদায় ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মন্তব্য (সাক্ষাৎকার গ্রহণ নভেম্বর ৬, ২০১৭)

৩.১৮ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়

স্বর্ণ চোরাচালান ও স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিধি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে, যেমন- গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি, সতর্ক প্রহরা (ভিজিলেন্স), দক্ষ তদন্ত সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকার অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় অবৈধ স্বর্ণবহনকারী ধরা পড়লেও স্বর্ণের মালিক বা অর্থলগ্নীকারী আড়ালে থেকে যায়। স্বর্ণ চোরাচালান ও স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বিধি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন- বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুদক, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড ইত্যাদির মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি থাকার অভিযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, গোয়েন্দা শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর চোরাকারীদেরকে অবৈধ পণ্যসহ গ্রেপ্তার করলেও এবং কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে চোরাচালানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা আদালত হতে জামিন লাভ করার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নথি ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, তদন্ত কার্যক্রম, অভিযান ও মামলা পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

বিমানবন্দরে প্রাপ্ত তথ্য মতে, চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বাহিনীসমূহ, যেমন- এয়ারপোর্ট কাস্টমস, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, কাস্টমস পিপ্রিভেনটিভ মি, ডিজিএফ, এনএসআই, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ইত্যাদির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ, তথ্য বিনিময়, অবৈধ স্বর্ণ ও বহনকারী আটক ও এয়ারর্পোট কাস্টমস- এর নিকট হস্তান্তর এবং অভিযান পরিচালনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো দ্রুত ও কার্যকর যোগাযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে অভাব লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলাবাহিনীতে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে 'অন্যবাহিনীর কর্মকর্তাদের পরামর্শ নির্দেশনা বা অনুরোধে গুরুত্বারোপ না করা বা অনুসরণে বাধ্য নই'- এই মানসিকতা ধারণ করার অভিযোগ রয়েছে।

কাস্টমস আইন ১৯৬৯ অনুযায়ী (ধারা ১৫৮-১৬৫) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেকোনো স্থানে তল্লাশীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের (বাংলাদেশ বিমান) বিদেশ থেকে আগত বিমান রানওয়েতে অবস্থানরত অবস্থায় 'কার্গোহোল' উন্মুক্ত করার পূর্বমুহূর্তে বা সময়ে বিমানের অভ্যন্তরে ও কার্গোহোলে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রবেশে

[২২] মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার।

বাধা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মালামাল খালাস প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়া, গ্রাইন্ডিং চার্জ বৃদ্ধি ও সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষকে অযথা হয়রানি ইত্যাদি যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৩.১৯ স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ

স্বর্ণশিল্পীদের মজুরি এবং কর্মপরিবেশ সম্পর্কে অভিযোগ ও হতাশার কথা জানা যায়। নকশা কাজের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ বিধায় যাদের বয়স কম ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর তারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং অতি ব্যবহারে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দিলেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা বা কর্মক্ষেত্রে পরিবেশগত উন্নয়নের কোনো উদ্যোগ নেই। প্রখর বৈদ্যুতিক আলো, ছোট আবদ্ধ পরিবেশ এবং এসিড ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্যের জন্যে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য তীব্র গরম পরিবেশেও কারিগররা বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে পারেন না। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের কর্মঘন্টার ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা মানা হয় না। শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে বঞ্চনা, নির্ধারিত কর্মঘন্টার অনুপস্থিতি, অস্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশের অভিযোগ রয়েছে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেই।

বক্স ৩: পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে স্বর্ণালঙ্কার শিল্পীরা

'আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি, মেশিনে অলংকার তৈরির প্রবণতা, ন্যায্য মজুরির অভাব, নির্দিষ্ট স্বর্ণশিল্প নীতিমালার অভাব ও নিরাপত্তাহীনতাসহ নানা সমস্যার কারণে বলরামের মতো অনেকে আজ পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বেঁচে থাকার তাগিদে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা পেশাকে বাদ দিয়ে অন্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছেন নিপুণহাতে স্বর্ণালংকার তৈরির কারিগররা। স্বর্ণশিল্পীদের কর্মক্ষেত্রস্থল হিসেবে পরিচিতি পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার। একসময় এই এলাকার অধিকাংশ ভবনে স্বর্ণালংকার তৈরির কারখানা ছিল। প্রতিদিন স্বর্ণের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকতো। তাদের চাহিদা মেটাতে কারিগররা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অলংকার তৈরির কাজ করতেন। স্বর্ণ বিশোধনের জন্য ব্যবহৃত নাইট্রিক অ্যাসিডের ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো পুরো এলাকা। ব্যবসা রমরমা থাকায় শিল্পীদের মনে আনন্দের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু এসব কিছুই এখন সোনালি অতীত। সময়ের ব্যবধানে পাল্টে গেছে সেই চিত্র। তাঁতিবাজারের স্বর্ণশিল্পীদের নেই আগের সেই কর্মব্যস্ততা। নেই রাত জেগে থাকার মতো কাজ। এখন শুধু বেঁচে থাকার লড়াই। নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এই শিল্পটি মুমূর্ষু রোগীর মতোই কাতরাছে। আবার স্বর্ণের দোকানে প্রায়শই ডাকাতি হওয়ায় সবার মনে আতংক বিরাজ করছে। দু'চার জন ক্রেতা একসঙ্গে কোনো দোকানে ঢুকলে ব্যবসায়ীদের চোখে মুখে আতংক দেখা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁতিবাজারের বিভিন্ন স্বর্ণালংকারের দোকানে ঘুরে এমনি চিত্র লক্ষ করা যায়।'

- সাদিকুল নিয়োগী পন্নী, 'পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে স্বর্ণালঙ্কার শিল্পীরা', *দৈনিক যুগান্তর*, আগস্ট ২৪, ২০১৪।
www.jugantor.com/old/economics/2014/08/24/138693

বক্স ৪: স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের মানবেতর জীবন

মজুরিতে দিন চলে না স্বর্ণশিল্পীরা তাদের কাজের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্টহারে কমিশন বা মজুরি পান। তাঁতীবাজারের কারিগররা জানান, এক ভরির অলঙ্কার বানালে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণশিল্পী পান এক আনা দুই রতি সোনা। যদিও স্বর্ণশিল্পী শ্রমিকসংঘ ও জুয়েলারি মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন শিল্পীর প্রতি ভরিতে ১১ শতাংশ অর্থাৎ এক আনা পাঁচ রতি স্বর্ণ পাওয়ার কথা। সেই হিসেবে বর্তমানে কোনো কোনো স্বর্ণশিল্পী মাসে সাত থেকে আট আনা সোনা পাওয়ার মতো কাজও পান না। কাজের অনুপাতে সোনা পাওয়ার এই প্রথার বাইরে একজন শিল্পী মাসে পাঁচশত টাকা ভাতাও পেতেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা টিকে ছিল। এখন তাও নেই। তাঁতীবাজারের স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানাগুলো শুধু কর্মক্ষেত্র হিসেবেই নয়, ব্যবহৃত হয় কারিগরদের থাকার ঘর হিসেবেও। কাজের জন্য যে ছোট্ট টেবিলটি তারা ব্যবহার করেন, তা সরিয়ে কোনমতে শুয়ে থাকেন মেঝেতে। স্বর্ণে কারখানার ধুলোবালি বিক্রি হয় সের দরে, কারণ ধুলোতে মিশে থাকে স্বর্ণের গুঁড়ো যা প্রক্রিয়াজাত করলে পাওয়া যায় স্বর্ণ। তাই কারখানা ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেলা হয় না।

কারিগরদের পানি সংকটও প্রকট। তাঁতীবাজারের ২১ নম্বর পানিটোলার মার্কেটটি একটি পাঁচতলা ভবন। নিচতলায় হাউজে থাকা পানি দিয়েই চলে তাদের খাওয়া ছাড়া যাবতীয় কাজ। যে পরিমাণ পানি হাউজে থাকে তাতে মার্কেটের দুই শতাধিক কারিগরের যাবতীয় কাজ সারা সম্ভব হয় না। প্রতিদিনই লাইন দিয়েও স্নান করতে পারেন না অনেকে। আরও পরিতাপের বিষয়, ৩১ নম্বর রাখাল চন্দ্র বসাক লেন মার্কেটে নেই কোনো টয়লেট ব্যবস্থা। তারা টয়লেটের জন্য ছোট বালতি নিয়ে আশেপাশের মার্কেটে ছোটাছুটি করেন। কেবল রাখাল চন্দ্র বসাক লেন নয়, এমন অনেক কারখানা আছে যাদের নিজস্ব টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা নেই। স্বর্ণ পাকা করার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড এবং আগুনে পোড়ানো স্বর্ণকে পরিষ্কার করার জন্য সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করা হয়। মাঝে মধ্যেই অ্যাসিড দুর্ঘটনায় অনেক কারিগর আহত হয়। কিন্তু সচেতনতা ও সামর্থের অভাবে তাদের নেই কোনো বীমার ব্যবস্থা।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ ডিসেম্বর ২০১২

http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMTJfMjJfMTJfMV8xXzFfNTQ4Nw== Accessed on November 15, 2017

৩.২০ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় কার্যত কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। স্বর্ণের দোকানে ওজন মাপক যন্ত্রের সঠিকতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) সাধারণ অন্যান্য দোকানের মতোই বছরে একবার পরিদর্শন করে থাকে। ওজনমাপক যন্ত্রসমূহ বেসরকারিভাবে সরবরাহকৃত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যমানের এবং স্বর্ণালঙ্কারের জন্যে প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম ওজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ উপযুক্ত নয় বলে অনেকে মনে করেন। পাশাপাশি স্বর্ণালংকারের বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে স্বর্ণের মান (ক্যারেট), বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর ও মূল্য, মিশ্রিত খাদের পরিমাণ, ভ্যাট, এবং শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরি পৃথকভাবে উল্লেখ বাধ্যতামূলক নয়। এমতবাস্থায় স্বর্ণালঙ্কারের বিক্রয় রসিদে ক্যারেট অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর ও মূল্য, মিশ্রিত খাদের পরিমাণ, পাথর, ভ্যাট এবং শিল্পী/শ্রমিকদের মজুরি ইত্যাদি সকল উপাদানসমূহ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় না। কারিগরি সক্ষমতায় (বিশেষ করে খাদ নির্ণয় ও ওজন নির্ধারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির) ঘাটতি ও বাজার পরিবীক্ষণের জন্য কার্যকর উদ্যোগের অভাবে স্বর্ণালঙ্কারের মান নিয়ন্ত্রণ ও ওজন পরিমাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভোক্তাস্বার্থ বিষয়ক তদারকি ও পরিবীক্ষণ ব্যাহত হওয়ার অভিমত রয়েছে। এমতাবস্থায় সাধারণ ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিভিন্নভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যেমন - স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়কালে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ধার্যকৃত মূল্যে বিক্রয়ে বাধ্য হওয়া; নিম্নমানের স্বর্ণালঙ্কার উচ্চমানে তথা উচ্চ মূল্যে ক্রয়ে বাধ্য হওয়া, যেমন - মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা না থাকায় ১৮ ক্যারেটের অলঙ্কার প্রতারণা মূলকভাবে একুশ ক্যারেট হিসেবে ক্রয়।

৩.২১ তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও গবেষণা

দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট তথ্য যেমন- বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার নেই। এছাড়া স্বর্ণখাতের ওপর গবেষণার অভাব রয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন স্থল ও বিমানবন্দরে সারাবছর কী পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আটক হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থায়ীভাবে জমা রাখা হয় তা জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা নেই। এই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান বিষয়টি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত তা এই তিনি অযুহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জমাকৃত স্বর্ণের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আটককৃত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের পরিমাণ একই কি-না এ বিষয়ে সরকারি নিরীক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করা যায় নি। এছাড়া স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার নেই, যেমন- বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি। এছাড়া স্বর্ণখাতের ওপর গবেষণার অভাব রয়েছে।

৩.২২ অন্যান্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা নেই
- স্বর্ণ ওয়্যারহাউজের অনুপস্থিতি
- ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থার অভাব
- কঠোর আইন থাকলেও অভিযুক্তদের সহজে জামিন প্রাপ্তির ঘটনা
- আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক কার্যকর উদ্যোগ অভাব
- কেন্দ্রীয় অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকা
- এই খাত সার্বিকভাবে দেখভাল করার জন্য কোনো টাস্কফোর্স/কমিটি না থাকা

৩.২৩ এক নজরে স্বর্ণখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব

সারণি ২: স্বর্ণখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অনুপস্থিতি ▪ মানপরীক্ষণ ব্যবস্থা ও হলমার্ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা না থাকা ▪ বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি ▪ ব্যাগেজ রুলে অস্পষ্টতা ▪ আমদানিতে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা, উচ্চ শুল্কহার ▪ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকর সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ অনিয়ন্ত্রিত ও জবাবদিহিতাহীন স্বর্ণবাজার ▪ ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ রপ্তানি প্রণোদনা ও উদ্যোগের অভাব ▪ কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও গবেষণার অনুপস্থিতি	▪ বৈধপথে আমদানি না হওয়া ▪ কালোবাজার-নির্ভর স্বর্ণবাজার ▪ অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালঙ্কারের বাজার প্রসার ▪ আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের সহযোগিতায় স্বর্ণের চোরাচালান অব্যাহত সারণি ▪ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ ▪ হলমার্ক স্টিকার সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সর্বজনীন ক্রয়-বিক্রয়ের চর্চা নেই ▪ ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ▪ স্বর্ণ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের ওপর তথ্যের অনুপস্থিতি ▪ রাজস্ব ফাঁকি, ভোক্তাস্বার্থ ও স্বর্ণশিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চনা ▪ অভিযুক্তের সহজে জামিন লাভ ও পুনরায় অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়া	▪ দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ▪ সম্ভাবনা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিকাশ না হওয়া ▪ স্বর্ণখাতের টেকসই বিকাশ ব্যাহত ▪ অর্থপাচার, মানবপাচার, মাদকদ্রব্য ও অবৈধ অস্ত্রপাচার ইত্যাদির ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অধিকতর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি

৩.২৪ উপসংহার

ওপরের উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে দেশের স্বর্ণখাতে একদিকে যেমন সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ নীতির অভাব রয়েছে তেমনি এই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি। দেশের স্বর্ণ খাত বিগত দুই দশক ধরে ক্রমশ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যদিও এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য-পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু বিগত দশকগুলোতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শহরাঞ্চলগুলোতে স্বর্ণালংকারের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা এবং সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে খানা পর্যায়ে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু দোকান সংখ্যা ও জুয়েলারি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও খাতটির সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠে নি। উচ্চ শুল্কহার, প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং ফ্রেইট ও ইন্সুরেন্স সুবিধার অভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খুলে কেউ স্বর্ণ আমদানি করছেন না। অপরদিকে, ব্যাগেজ রুলের অধীনে উচ্চ শুল্কহার এবং সর্বোচ্চ মাত্রা ২৩৪ গ্রাম হওয়ায় বাহকের মাধ্যমে স্বর্ণ আনার সুযোগ থেকেও ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত। এমতাবস্থায়, কাঁচামালের জন্যে চোরাচালানকৃত স্বর্ণের প্রবেশ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চোরাচালান কার্যকরভাবে প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজনীয় জনবল, দক্ষতা ও লজিস্টিকসের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের একাংশের যোগসাজসে সিণ্ডিকেটের মূলব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছেন। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বা সিণ্ডিকেট কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়ুক্ত বাহকরা ধরা পড়লেও তদন্ত প্রতিবেদন দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্বল করে দেওয়া এবং আইনের প্রায়োগিক দুর্বলতার সুযোগে তারা বেরিয়ে

আসছেন এবং এদের মধ্যে অনেকে পুনরায় চোরাচালানে নিযুক্ত হচ্ছেন। পার্শ্ববর্তী দেশে স্বর্ণের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে চোরাচালানের করিডর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণবাজারের নিয়ন্ত্রণ করছেন মূলত ব্যবসায়ীরা, স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকারের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বা ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ নেই এবং ক্ষেত্র বিশেষে সক্ষমতাও নেই। স্বর্ণালংকার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাটের আওতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং যেখানে হয়েছে সেখানে কর্মকর্তাদের একাংশের যোগসাজসে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিক্রয় রশিদে খাঁটি সোনার মান ও পরিমাণ, মজুরি, ভ্যাট, খাদের পরিমাণ পৃথকপৃথকভাবে উল্লেখ না থাকায় ক্রেতার প্রতারিত হবার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। শিল্পী বা শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকারের বিষয়গুলো নিশ্চিত হয় নি এবং অবৈধভাবে বিদেশী স্বর্ণালংকার ক্রমশ বাজার দখল করায় দেশীয় শিল্পীরা কাজ হারাচ্ছেন, অনেকে ভারতে চলে গিয়েছেন এবং দেশে তৈরি হাতের নকশা-ভিত্তিক অলংকারের বিশ্ববাজারে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে ও প্রণোদনার অভাবে রপ্তানি বাজারে অনুপ্রবেশ সম্ভব হচ্ছে না।

দেশে জুয়েলারিসমূহে কী পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রয়েছে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই এবং সার্বিকভাবে স্বর্ণখাতের বিভিন্ন পর্যায়ে দলিলায়ন ও তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মত খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান যারা পৃথিবীর সকল দেশের স্বর্ণ ও স্বর্নালংকার সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে থাকেন তাদের প্রকাশিত তথ্য সঙ্কলনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য নেই এবং সরকারি/বেসরকারি কোনো সংস্থার পরিচালনায় স্বর্ণখাত সম্পর্কিত জরিপ-ভিত্তিক বা গবেষণা-ভিত্তিক কোনো তথ্য নেই। এ সকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে স্বর্ণখাতকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে এগিয়ে নিতে হলে অবিলম্বে একটি সমন্বিত, সার্বিক নীতিমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
স্বর্ণখাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির কিছু উদাহরণ

৪.১ ব্যবসায়ীদের দ্বারা একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ

বাজারে স্বর্ণের মূল্য মূলত ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রভাবের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, এক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জুয়েলারি সমিতির তরফ থেকে বলা হয় 'বিশ্ব বাজারে দাম বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে দাম বৃদ্ধি করা হলো'। বাংলাদেশে উচ্চ শুল্ক পরিশোধসাপেক্ষে বিধিবদ্ধ পথে স্বর্ণ আমদানির দৃষ্টান্ত না থাকলেও এবং বাজারে মজুত স্বর্ণের অধিকাংশই, যেমন সম্প্রতি আপন জুয়েলার্সের আটককৃত স্বর্ণ, অবৈধ পথে আনীত হলেও বাংলাদেশের বাজারে স্বর্ণের মূল্য বেশি বলে অনেকে মনে করেন। স্বর্ণের উচ্চ মূল্যের ফলে এই খাতের সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হলেও সার্বিকভাবে খাতটির ওপর, বিশেষত স্বর্ণশিল্পী/কারিগর ও সাধারণ ক্রেতাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি এবং ফলত স্বর্ণের দাম বৃদ্ধির ফলে তা সাধারণ ক্রেতাদের একাংশের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং বাজার সংকুচিত হয়ে কাজ হারাচ্ছেন অনেক শিল্পী/কারিগর। একইসাথে চোরাপথে অনুপ্রবেশকৃত স্বর্ণালংকারের সাথে প্রতিযোগীতায় মার খাচ্ছে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত স্বর্ণালংকার।

স্বর্ণ ব্যবসায় একদিকে যেমন নিম্নমানের স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের অভিপ্রায় মোতাবেক উচ্চ মূল্যে বিক্রির নজীর রয়েছে হয়, তেমনি ব্যক্তি পর্যায়ে সাধারণ মানুষ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়কালে সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামাফিক ধার্যমূল্যে বিক্রয় করতেও বাধ্য হন। এভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয় মূল্য নির্ধারণে মূলত ব্যবসায়ীদের অভিপ্রায় প্রাধান্য পায়। এছাড়া স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে ব্যবসায়ীদের একাংশ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে 'গোল্ড ডিলিং লাইসেন্স' ও 'মানি লেন্ডিং লাইসেন্স' গ্রহণ ও নিয়মিত নবায়ন না করায় সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়। ভ্যাটসহ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় করলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ গ্রাহককে ভ্যাটচালানের রশিদ দিতে অনাগ্রহী। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সাথে যোগসাজসে ব্যবসায়ীদের ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে।

৪.২ হলমার্ক সংযুক্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন না হওয়া

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্রয়-বিক্রয়কৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারে ক্যারেট প্রতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতি না থাকার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২২ ক্যারেট স্বর্ণে ৯১.৬৭ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণের উপস্থিতির নিয়ম ও প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশের স্বর্ণবাজারে ক্রেতারা তা থেকে বঞ্চিত হন। এর পেছনে মূল কারণ হলো স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টিংয়ের বাধ্যবাধকতা না থাকা, এ ধরণের পরীক্ষা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকা এবং পরীক্ষা অনুযায়ী হলমার্ক চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন না থাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে কিছু প্রতিষ্ঠান হলমার্ক মূল্যায়ণ চিহ্নসহ স্বর্ণালঙ্কার বিক্রিয় করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিজস্ব মানদণ্ডে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের লেনদেন প্রচলিত। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে বিদেশ হতে আনা স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার বিক্রেতারা অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির সময়ে তেজাবি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি হলমার্কবিহীন গহনার মানে ও মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এতে বিক্রেতারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এছাড়া স্বর্ণবাজারে সনাতনী স্বর্ণ ও সনাতনী স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ ও মান ব্যবসায়ীদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৪.৩ স্বর্ণ ও অবৈধ স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে অনিয়ম

দেশের জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের শোরুমের বেশিরভাগ স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ করে চেইন, হাতে ব্যবহার্য গহনা ও অন্যান্য ভারী গহনার সেট মূলত বিদেশ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা কিংবা নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ বাহকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্বর্ণালংকার

অবৈধভাবে বিদেশ থেকে দেশে এনে বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং চোরাচালান চক্রের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আনা স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যাগেজ রুলের আওতায় সংগ্রহ করার দাবি করেন। এছাড়া তারা পার্শ্ববর্তী দেশে স্বর্ণ প্রেরণ এবং বিনিময়ে উক্ত স্বর্ণ থেকে প্রস্তুতকৃত অলংকার বাংলাদেশে আনার মৌখিক চুক্তি করেন। এক্ষেত্রে স্বর্ণ প্রেরণ এবং স্বর্ণালংকার আমদানি উভয়টিই অবৈধ পথে করা হয়ে থাকে।

৪.৪ ব্যাগেজ রুলের অপ্রয়োগ

ব্যাগেজ রুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী বা ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরাসহ নিজস্ব লোক বা বাহক মারফতে নিয়মিতভাবে স্বর্ণালঙ্কার দেশে এনে স্বর্ণের চাহিদা মেটানোর অভিযোগ রয়েছে। ব্যাগেজ রুল ব্যবহার করে স্থল ও বিমানবন্দর-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক চোরাচালান নেটওয়ার্কের দ্বারা স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা ও নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ বাহকের দ্বারা নিয়মিতভাবে ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে স্বর্ণ বিদেশ থেকে এনে ব্যবসায়িক তথা বাণিজ্যিকভাবে তা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া চোরাচালানের চক্রের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আনা স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণের দোকানে বা শো-রুমে ওঠানোর পর তা ব্যাগেজ রুলের আওতায় তা সংগ্রহ করা হয়েছে এই যুক্তিতে অবৈধ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, প্রতিদিন হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাগেজ রুলের আওতায় গড়ে প্রতিদিন ১৫ - ১৭ কেজি স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আসা অব্যাহত আছে। ব্যাগের রুলের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একই যাত্রী কর্তৃক এক বছরের মধ্যে ১০ - ২০ বার পর্যন্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার দেশের আনার অভিযোগ রয়েছে। এভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা মেটাতে বাণিজ্যিকভাবে আমদানি না করে ব্যবসায়ীরা মূলত ব্যাগেজ সুযোগকে কাজে লাগাতে দেখা গেছে। ব্যাগেজ রুলের অধীনে একজন যাত্রী ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালঙ্কার শুল্ক ব্যতীত আনতে পারেন। কিন্তু এজন্যে বিদেশে ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের বিধান, যেমন ভারতের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ছয় মাস) বা বছরে একজন যাত্রী সর্বোচ্চ কতবার যেতে পারবেন এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই। ফলে ব্যবসায়ীদের নিয়োজিত কোনো কোনো বাহক বছরে ১০ - ২০ বার পর্যন্ত বাইরে গিয়ে অলঙ্কার নিয়ে আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তারা ব্যাগেজ রুলের অনুমদিত মাত্রার বেশিই বহন করে আনেন এবং ঘোষণা ছাড়া গ্রীণ চ্যানেল অতিক্রম করে চলে আসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বর্ণ আনয়নের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে থাকে, এক্ষেত্রে অনুমোদিত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে আনার সর্বোচ্চ অনুমোদিত পরিমাণ ২৩৪ গ্রাম হলেও পরিমাণে বেশি আনা হয় এবং সমঝোতামূলক দুর্নীতির মাধ্যমে তা বন্দর পার করা হয়। বিশেষত ব্যাগেজ রুলের সুযোগে এভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণালঙ্কার আনার ফলে স্থানীয়ভাবে তৈরি স্বর্ণালঙ্কারের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে উৎসাহী নন। দেশের প্রথমসারির জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের শো-রুমের বেশিরভাগ অলঙ্ককার বিশেষ করে চেইন (প্রায় ৯০%), হাতে পরার গহনাসমূহ (প্রায় ৮০%) ও অন্যান্য ভারী অলঙ্কার সেট (প্রায় ৯৫%) মূলত বিদেশ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আসা বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৫ আমদানি শুল্ক ফাঁকি

বৈধ পথে আমদানি না হওয়ায় স্বর্ণখাতে সরকারের ন্যূনমত রাজস্ব ক্ষতি বাৎসরিক ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতে এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এটি চোরাচালানের মাধ্যমে আসা স্বণের্র সর্বোচ্চ ২০ ভাগ মাত্র। শুল্কহার অর্ধেক কমিয়ে এনে বৈধপথে স্বর্ণ আমদানির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের আয় ২৩০ থেকে ৪৬৬ কোটি টাকা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

৪.৬ ভ্যাট ফাঁকি

স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসার একটি বড় অংশ ভ্যাটের আওতার বাইরে রয়েছে। আর যারা ভ্যাটের আওতায় এসেছেন তাদের একাংশ ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সাথে যোগসাজসে ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতিজনিত কারণে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একটি বড়অংশ প্রকৃত পরিমাণ ভ্যাট প্রদান থেকে বিরত থাকার সুযোগ পান। এতে ভ্যাট প্রদানকারী ও ভ্যাট আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশ উভয়ের আতাঁতে এরূপ ঘটনা সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালান কর্মকাণ্ড

৪.৭.১ **অবৈধ উপায়ে প্রবেশ:** বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইরান, কাতার, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, জর্দান, লেবানন, মিশর, ওমান, ইয়েমেন, বাহরাইন, ইত্যাদি দেশ থেকে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার অবৈধভাবে বাংলাদেশ বিমান ও দেশীয় বিভিন্ন বেসরকারি বিমান সংস্থার মাধ্যমে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দ্বারা দেশে প্রবেশ করে।

৪.৭.২ **ভারতে পাচার অভিযোগ:** বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্ণ পাচারে মূলত বেনাপোল, সোনা মসজিদ ও বুড়িমারী স্থল বন্দর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সিভিল অ্যাভিয়েশন, বিমানের কর্মীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর একাংশের যোগসাজশে ও প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে। চোরাচালান চক্রের সাথে পাইলট, কো-পাইলট, কেবিন ক্রু, ফ্লাইট স্টুয়ার্ট, চিফপার্সার, জুনিয়র পার্সারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের (খাদ্য ও পাণীয় সরবরাহকারী ও পরিচ্ছন্নতাকারী) সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের একাংশের সাথেও ও পাচারকারী চক্র নিয়ন্ত্রণকারীদের সখ্যতা ও যোগাযোগ থাকার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহৎ চালানসমূহ বিমানের কাঠামো ব্যবহার করে বিমানবন্দরে আনা হয়। অত:পর বিমানের বর্জ্য তথা বর্জ্যবাহী গাড়ি, প্রভাবশালীদের একাংশের সাথে থাকা যানবহনের মাধ্যমে বিমানবন্দর এলাকা পার করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৩ **পাচার কৌশল:** স্বর্ণের ক্ষুদ্র চালানগুলো (এক কেজির কম) ব্যক্তিপর্যায়ে বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিক, সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে (টিকিট, নগদ টাকা ইত্যাদি) নিত্যনতুন কৌশল প্রয়োগ করে (শরীর, ইলেক্ট্রনিক্স, জুতা, ট্রলি ব্যাগ, হাতব্যাগ ইত্যাদি) স্বর্ণ বাংলাদেশে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, বৃহৎ চালানসমূহ বিমানের কাঠামোসহ লাগেজের সাথে বিমানবন্দরে আনা হয়। অতপর বিমানের বর্জ্য, প্রভাবশালীদের একাংশের সাথে থাকা লাগেজের মাধ্যমে বিমানবন্দর এলাকা পার করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৪ **জড়িত ব্যক্তি:** দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোতে বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ (বাংলাদেশ বিমান, বিমান পরিবহন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা) স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার পাচারচক্রের সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের অভিযোগ রয়েছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের একাংশ নিজেরা ও নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ বাহকের দ্বারা নিয়মিতভাবে ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার দেশে এনে থাকে। চোরাচালান চক্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ:

- সিভিল অ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
- সরকারি ও বেসরকারি বিমান সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাংশ, যেমন - বিমানের পাইলট, কো-পাইলট, কেবিন ক্রু, ফ্লাইট স্টুয়ার্ট, বিমানবালা, চিফ পার্সার, জুনিয়র পার্সারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মী;

- চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলাবাহিনী;
- বিমানে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহকারী ও পরিচ্ছন্নকারী, ইত্যাদি।

৪.৭.৫ **তল্লাশির ক্ষমতা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা:** শুল্ক কর্মকর্তাদের সর্বত্র তল্লাশির ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অজুহাত (হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, গ্রাউন্ডিং চার্জ) তথা বাধার কারণে বিদেশ হতে আগত বিমানের কার্গোহোলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৬ **আটককৃত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের যথাযথ মূল্যায়ন না করা:** বিগত চার অর্থবছরে বিমানবন্দরে আটককৃত স্বর্ণের পরিমাণে ১,৬৭৪.৮৮১ কেজি (বছরপ্রতি ৪১৮.৭২ কেজি)। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতে এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে, স্বর্ণ আমদানি প্রক্রিয়াকে ব্যবসা-বান্ধব না করে শুধু স্থল ও বিমানবন্দরের অভ্যন্তরস্থ গ্রীণ চ্যানেলে আটক তথা অবৈধ বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা অযৌক্তিক। বিদ্যমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আটককারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট পণ্য বাহকের মধ্যে বিধি-বহির্ভূতভাবে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরভিত্তিক কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আটককৃত অবৈধ স্বর্ণের ক্ষেত্রে বাহকের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোরোধযোগ্য শুল্ক সমপরিমাণ অর্থমূল্য সাথে না থাকলে বিধান মোতাবেক ‘পণ্য মূল্যায়নপত্র’ ও ‘ডিটেনশন মেমো’ উভয়টি ইস্যু না করে শুধু ‘ডিটেনশন মেমো’ ইস্যুর অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে বাহকের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য আটককারী কর্মকর্তা ও কর্মীর যোগসাজশে বিধি-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে আটকৃত পণ্যের পরিমাণ, ধরন ও মান পরিবর্তন/হ্রাস দেখিয়ে পণ্যমূল্যায়নপত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৭ **আটককৃত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের হিসাবি অসামঞ্জস্যতার অভিযোগ:** বিমানবন্দরে প্রতিমাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ (কাস্টমস কর্তৃপক্ষ দ্বারা নথিবদ্ধ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের হিসাবে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৮ **‘সোর্সমানি’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্নসাতের সুযোগ:** প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে প্রকৃত সোর্সকে বাস্তবে কী পরিমাণ অর্থ দেওয়া বা আদৌ দেওয়া হয় কি-না তার যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। এছাড়া এ বিষয়ে চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একাংশ এ বিষয়ে কোনো প্রকার তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। শুল্ক কর্মকর্তাদের একাংশ নিজেদের মধ্যে যোগসাজশে বেশি পরিমাণে সোর্সমানি পাওয়ার লক্ষ্যে আটকৃত স্বর্ণের পরিমাণ বেশি দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.৯ **চোরাচালানের লেনদেনে স্বর্ণের ব্যবহার:** স্বর্ণালংকার রপ্তানিতে ভারত বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ। এর পাশাপাশি দেশটির অভ্যন্তরে স্বর্ণালঙ্কারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতে অভ্যন্তরে স্বর্ণের যোগানের একটি অন্যতম উৎস হলো চোরাচালানের মাধ্যমে আসা স্বর্ণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারত আন্তরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড বিশেষ করে অবৈধ লেনদেন, যেমন- অবৈধ মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র, গবাদিপশু, পরিধেয় পোশাক, কাপড়, মাদক ইত্যাদি লেনদেনের পরিশোধিত অর্থমূল্যের নিরাপদ, সহজে বহনযোগ্য, স্থিতিশীল মুদ্রার মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৭.১০ **চোরাচালানের ঘটনার বিচার:** স্বর্ণ ও স্বর্ণলঙ্কারের বাহক আটক হলেও চোরাচালানে সংশ্লিষ্ট অর্থলগ্নকারী ও প্রভাবশালীদের আটক না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে আটকের দুই মাসের মধ্যে জামিনপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় চোরাচালান নিযুক্ত হওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

৪.৭.১১ **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি:** আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মামলাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের যথাযথ ও কার্যকর উদ্যোগের অভাবে অদ্যাবধি এই ব্যবস্থা চালু হয় নি। এছাড়া বিমানবন্দরের প্রতিটি আগমন ও বহির্গমন পথে স্ক্যানার ও আর্চওয়ে নেই। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ও সময় উপযোগী নয়। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কন্টেইনার ও যানবাহন তল্লাশীর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার' থাকলেও ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তা নেই। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্তৃক বিমানের বর্জ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের যথাযথ পরীক্ষা ছাড়া বিমানবন্দর ভবনের বাইরের গেইট দিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের বৃহৎ চালান বিমানবন্দর এলাকা পার হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৪.৮ সুষ্ঠু আমদানি নীতির প্রতিবন্ধকতা

স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির জন্যে তথা এই খাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নে এইখাতের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি থাকলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এর পেছনে দুর্নীতির মাধ্যমে লাভজনক অবস্থান বজায় রাখতে ব্যবসায়ীদের একাংশ, চোরাচালান সিন্ডিকেট এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের একাংশের স্বার্থ কাজ করছে। নীতিমালা না হওয়ার পেছনে চোরাচালান সিণ্ডিকেট, কালোবাজারী, বৃহৎ স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন সংস্থার একাংশের মধ্যে যোগসাজশ, প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অব্যাহত চোরাচালানের মাধ্যমে লাভজনক অবস্থান বজায় রাখতেই তারা এ ধরণের ভূমিকা রাখছেন।

৪.৯ উচ্চসুদে বন্ধকী ব্যবসা

রাজধানীর তাঁতীবাজারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাৎসরিক ৩০ - ৪৮ শতাংশ সুদ বন্ধকী ঋণগ্রহীতাদের (সাধারণ মানুষ) কাছ নিকট থেকে আদায় করা হয়। এছাড়া বাজারের প্রকৃত মূল্য থেকে স্বর্ণালঙ্কারের মালিককে প্রতিভরিতে ১০ - ১৫ হাজার টাকা কম দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গহনায় স্বর্ণের মান ও প্রকৃত স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টিও বন্ধক ঋণদাতার (ব্যবসায়ীর) ইচ্ছামাফিক নির্ধারিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁতীবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণ বন্ধকী কারবারিদেরদদের একাংশ নিজেদের ইচ্ছামাফিক বন্ধকী মূল্য ও সুদের পরিমাণ নির্ধারণ করায় ঋণগ্রহীতারা প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বক্স ৫: জমজমাট বন্ধকী দোকান

পুরো তাঁতিবাজার জুড়ে দেখা যায় অসংখ্য বন্ধকীর দোকান। বন্ধকী ব্যবসা সম্পর্কে মাহিন গোল্ড কর্ণারে আবীর হোসেন বলেন, আমরা টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ বন্ধক রাখি। টাকার প্রয়োজনে মানুষ আমাদের কাছে স্বর্ণালঙ্কার আমানত হিসেবে জমা রেখে সুদের বিনিময়ে টাকা ধার নেয়। এ ব্যবসায়ের সিস্টেম জানতে চাইলে তিনি জানান, পুরোনো হিসেবে একভরি গহনার যে দাম হয় তার থেকেও আমরা পাঁচ/১০ হাজার টাকা কম দেই কাস্টমারকে, কারণ স্বর্ণের দাম প্রতিদিনই বাড়ে কমে। এবং ওই দামের ওপরে মাসিক শতকরা চার থেকে পাঁচ টাকা হারে আমরা সুদ নিয়ে থাকি।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন, আগস্ট ১৮, ২০১৪

৪.১০ স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি: স্বার্থের দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব

স্বর্ণ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি বিশেষত মালিকপক্ষের ব্যক্তিদের কারিগর সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা নেতৃত্বে থাকার উদাহরণ রয়েছে। স্বর্ণ কারিগর তথা স্বর্ণ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোতে, যেমন - বাংলাদেশ জুয়েলারি ম্যানুফেকচার্স অ্যাণ্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের (মালিকপক্ষ) মালিকপক্ষের তথা স্বর্ণ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে আসীন থাকতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় স্বর্ণ শিল্পীদের শ্রম অধিকার নিশ্চিত না হওয়াসহ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়।

বক্স ৬: নানারকম কারিগর

স্বর্ণ কারিগরদের ব্যবসা সম্পর্কে তাঁতিবাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাঁতিবাজারের স্বর্ণ কারিগরদের মধ্যেও বেশকিছু ধরণ রয়েছে। যে সকল কারিগর মজুরির বিনিময়ে গহনা তৈরি করে তা বিভিন্ন জুয়েলার্সে সাপ্লাই দেয় তারা হচ্ছে ঘরিত কারিগর/স্বর্ণশিল্পী। অন্যদিকে, গহনাতে যারা পাথর সেট করে তাদেরকে সেটিং কারিগর বলা হয়। পালিশ কারিগরেরা তৈরিকৃত অলংকারকে আরো চমকপ্রদ করতে তা পালিশ করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরোনো গহণাও পালিশ করে থাকেন। যারা স্বর্ণ অলংকারে মেশিন ও হাত দিয়ে কাটিং করে তাদের 'ছিলাই কারিগর' বলা হয়।

পিউর সোনা কীভাবে তৈরি করা হয় জানতে চাইলে রঞ্জন জানান, যেখানে স্বর্ণ তৈরি করা হয় তাকে পাকাই কারখানা বলা হয়। কারিগররা খাদসহ সোনা এই কারখানায় গলিয়ে পিউর ২৪ ক্যারেট সোনা তৈরি করে। এসিডে ডুবিয়ে সোনা থেকে মিশ্রিত খাদ (রুপা, তামা ও দস্তা) দূর করে পাকা সোনা তৈরি করা হয়। ১০০ ভরি স্বর্ণ পাকাতে আরো ১০০ ভরি চান্দি বা রুপার প্রয়োজন হয়। এ দুই'শ ভরিকে গলিয়ে অ্যাসিডে ডুবিয়ে তা আগুনে হিট দেওয়া হয়। এরপর কিছুক্ষণ পানি দিয়ে ধুয়ে আবার তা অ্যাসিডে ডোবানো হয়। এভাবে কয়েক ধাপ ধোওয়ার পরে সব খাদ তলায় জমা হয় এবং পাকা স্বর্ণ বেরিয়ে আসে।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন, আগস্ট ১৮, ২০১৪.
http://www.sangbadprotidin.com/5888.

পঞ্চম অধ্যায়:
সুপারিশমালা

সার্বিকভাবে স্বর্ণখাতের ওপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমতাবস্থায় স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান ও বাজার ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামায়িক নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবসা বাস্তবে জবাবদিহিতাহীন, হিসাব-বহির্ভূত ও চোরাচালান-নির্ভর পড়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলাবাহিনী, স্থল বন্দর ও বিমান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজশ ও সম্পৃক্ততায় স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। দেশে একটি সুষ্ঠু স্বর্ণ আমদানি-নীতি প্রণীত ও চোরাচালান বন্ধ না হওয়ার পেছনে চোরাচালান চক্র, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক কর্মকর্তাদের একাংশের তৎপরতা ও প্রভাব রয়েছে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান যাচাই, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়া ও স্বর্ণ শিল্পী/শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈধ পথে আমদানি না হওয়ায় স্বর্ণখাতে সরকারের ন্যূনমত রাজস্ব ক্ষতি বাৎসরিক ৪৮৭ - ৯৭৪ কোটি টাকা। প্রতি বছরই দেশের প্রবেশবন্দরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ স্বর্ণ ধরা পড়ে তবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতে এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র। ব্যাপক সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও উৎসাহমূলক পদক্ষেপের অভাবে বাংলাদেশে রপ্তানিমূখী শিল্প হিসেবে স্বর্ণখাতের বিকাশ হয় নি। বিদ্যমান আইনে চোরাচালানের অপরাধে ন্যূনতম দুই বছর হতে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগ ও অপরাধীদের সাজা প্রদানের দৃষ্টান্ত বিরল।

সার্বিকভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায় সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরাজমান। স্বর্ণখাতের উপরোক্ত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণের সুপারিশ করছে যার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

৫.১ স্বর্ণ খাতকে একটি পূণাঙ্গ আইনি কাঠামোর আওতায় আনা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করতে হবে। কর প্রদান সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীকে তাদের প্রতিষ্ঠানের মজুত সকল স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। উক্ত নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে সকল ব্যবসায়ীকে সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত লাইসেন্স অনুমোদন পদ্ধতি ও ফি নির্ধারণ করতে হবে।

৫.২ স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে 'ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার' (ইসিআর)/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার ব্যবস্থা/ মূসক চালানের ব্যবহার প্রচলন করতে হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন - দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মোট লেনদেনকৃত স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ভ্যাট জালের পরিধি সম্প্রসারণ করে সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ভ্যাটের আওতাধীন করতে হবে। স্বর্ণ বাজারে অবৈধ বিদেশী স্বর্ণালংকারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসার বন্ধে নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণ ও হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ জব্দ করতে হবে।

৫.৩ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মজুত

সর্বশেষ বছরের বিক্রিত স্বর্ণের বিপরীতে মূসক চালানে উল্লেখিত স্বর্ণের পরিমাণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মজুত করার বৈধতা প্রদান এবং নির্ধারিত পরিসীমার অতিরিক্ত স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কারের মজুত বাজেয়াপ্ত হবে। বিভিন্ন সময়ে জব্দকৃত স্বর্ণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেও কাছে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে দেশে একটি কেন্দ্রীয় স্বর্ণ ওয়্যারহাইজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

একটি নির্ধারিত সময় অন্তর উক্ত ওয়্যার হাউজের খোলা বাজারে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে শুধু বৈধ ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫.৪ স্বর্ণমান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ

৫.৪.১ **মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা/নিশ্চিতকরণ:** সরকারি মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা অথবা সরকার বিবেচিত অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণ মানযাচাই পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সেবা সহজে ও সুলভে পেতে রাজধানীসহ সকল জেলা শহরে পর্যায়ক্রমে সরকারিভাবে পরীক্ষাগার স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীগণ সরকারি বা সরকার অনুমোদিত পরীক্ষণ ফলাফলকে স্বীকৃতি দিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকবেন। সনাতন স্বর্ণসহ সকল প্রকার স্বর্ণের মান নির্ণয় ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরকারি মাননির্ধারক প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার অনমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার সাপেক্ষে স্বর্ণের মান ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৪.২ **হলমার্ক চিহ্নের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা:** আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাধ্যতামূলকভাবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের মানজ্ঞাপক হলমার্ক চিহ্ন সংযোজন বাধ্যতামূলক করতে হবে। অর্থাৎ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণের উপস্থিতি ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদে উল্লেখ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেটভিত্তিক প্রতিভরিতে ন্যূনতম বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ, যেমন - ২৪ ক্যারেটে ৯৯.৯৯ শতাংশ, ২২ ক্যারেটে ৯১.৭০ শতাংশ, ২১ ক্যারেটে ৮৭.৫০ শতাংশ, ১৮ ক্যারেটে ৭৫ শতাংশ, ১৪ ক্যারেটে ৫৮.৩০ শতাংশ, ১০ ক্যারেটে ৪১.৭০ শতাংশ ও ৯ ক্যারেটে ৩৭.৫০ শতাংশ ইত্যাদি পরিমাণের উপস্থিতির উল্লেখ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্যারেটভিত্তিক স্বর্ণের মান ও ওজনে বিচ্যুতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪.৩ **স্বর্ণবাজার পরিবীক্ষণ:** স্বর্ণালঙ্কারে ক্যারেট অনুযায়ী খাদ ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের অনুপাত নিশ্চিতকরণ ও বাজার পর্যায়ে তা পরিবীক্ষণ উদ্দেশ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইত্যাদি কর্তৃক নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে। যেকোনো প্রকার মান বিচ্যুতির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

৫.৫ স্বর্ণ আমদানি

৫.৫.১ পর্যায়ক্রমে শুল্ক হ্রাস ও আমদানি অবাধকরণ

৫.৫.১.১ শুল্ক হ্রাসকরণ: বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানির মাধ্যমে দেশের স্বর্ণখাতে একটি সুস্থ বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনতে হবে। রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে।

৫.৫.১.২ আমদানি অবাধকরণ: প্রারম্ভিক পর্যায়: শুল্ক হ্রাসের ন্যায় গোটা স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণ প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে হ্রাসকৃত শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির জন্য সুযোগ দিতে হবে। ব্যাংকসমূহ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ীদের জন্যে বার্ষিক চাহিদার ভিত্তিতে স্বর্ণ আমদানি করবেন। তবে কোনো ব্যবসায়ী কর্তৃক পেশকৃত চাহিদার পরিমাণ স্বর্ণালংকার প্রতিষ্ঠানের ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড অনুযায়ী সর্বশেষ অর্থ বছরের লেনদেনকৃত স্বর্ণের পরিমাণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে

হবে। ব্যাংকসমূহের স্বর্ণ আমদানি কার্যক্রম পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যৌথ তদারকির অধীনে পরিচালিত হবে এবং যেকোনো ধরণের ঘাটতি বা ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যাংক বিশেষের লাইসেন্স বাতিলসহ কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

৫.৫.১.৩ আমদানি অবাধকরণ: চূড়ান্ত পর্যায়: এ পর্যায়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ এবং সার্বিক বাজার প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় এনে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহের ন্যায় অবাধ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা সাধারণ ব্যবসায়ী সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন বা বাজার চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে স্বর্ণ আমদানি করতে পারবেন। তবে ইতোমধ্যে অন্যান্য যেসকল দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সিঙ্গাপুর, ইত্যাদি স্বর্ণ আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় অবাধ করেছে সেসব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে এনে চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বর্ণ আমদানি অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অবাধকরণ করতে হবে। তবে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রতিবেশী দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের জন্যে বাংলাদেশকে করিডর হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি সরবোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সীমান্ত পথে যেন স্বর্ণ প্রতিবেশী দেশে চোরাচালান না হয় সে লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এসকল পদক্ষেপের সাফল্য ও কার্যকরতা বিবেচনা সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, রাজস্ব আয়, বাজার প্রতিক্রিয়া, সীমান্ত নিরাপত্তা তথা চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের ওপর শুল্ক হ্রাস-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানি অবাধকরণের লক্ষ্যে শুল্কহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণ করতে হবে।

৫.৫.১.৪ **ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি:** বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকার নির্ধারিত সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ধারিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা থেকে বাংলাদেশের স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট প্রদর্শন সাপেক্ষে প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, সর্বশেষ অর্থ বছরে লেনদেনকৃত স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির পরিমাণের (ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড/মূসক চালান অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ক্রয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক প্রয়োজনে স্বর্ণের ক্রয়মূল্য সমন্বয় করে (বাড়িয়ে) শুধু বাংলাদেশি নাগরিকদের (ব্যবসায়ীদের) কাছে স্বর্ণ বিক্রি করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে শুধু অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে হ্রাসকৃত শুল্কে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের জন্য স্বর্ণ আমদানির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিধি-বহির্ভূতভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ব্যাংক বিশেষের লাইসেন্স বাতিলসহ কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৫.২ যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা কার্যকর প্রয়োগ

৫.৫.২.১ **যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন:** দেশীয় স্বর্ণালঙ্কার শিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিদ্যমান বিধান সংশোধন করতে হবে। বিনাশুল্কে যাত্রীপ্রতি বাৎসরিক সর্বাধিক দু'বার সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম করে স্বর্ণালঙ্কার আনার সুযোগ প্রদান করতে হবে। স্থল ও বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যাত্রীর কর্তৃক আনা স্বর্ণবার বা স্বর্ণালঙ্কার সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট যাত্রীর আগমন সম্পর্কিত বহির্গমন অধিদপ্তরের তথ্যভাণ্ডারে অনলাইনে সংরক্ষণ ও রশিদ প্রদান করতে হবে। শুধু নিবন্ধিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে মূল্য সমন্বয় ও শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, স্বর্ণ দোকানসহ বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী নিজে ছাড়া মালিকের পক্ষে অন্য কেউ বাহক হিসেবে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারবেন না। এই সুযোগ অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.২.২ যাত্রী ও ব্যাগেজ তল্লাশির পরিধি সম্প্রসারণ: সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান ও গোয়েন্দা তথ্য বিবেচনাপূর্বক চোরাচালানের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে

নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে বিশেষত বিমানবন্দরে এসব দেশ হতে আগত যাত্রীদের মধ্য থেকে গোয়েন্দা তথ্যপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষেত্রে মালামাল পরীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.২.৩ ব্যাগেজ রুলের অপপ্রয়োগরোধ: প্রকৃত স্বর্ণ ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাগেজ রুলের অধীনে শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই কেজি পর্যন্ত স্বর্ণবার আনার সুযোগ দিতে হবে। তবে এই সুযোগের অপব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেবল বাহক হিসেবে প্রকৃত জুলেয়ারি মালিকদেরকে অনুমোদন দেওয়া যাবে। প্রকৃত মালিকের পক্ষে বিকল্প হিসেবে অপর কোনো বাহক এই সুযোগ লাভ করতে পারবেন না। অপব্যবহারের মাধ্যমে স্বর্ণ বহনের বিষয়টি আইনের আওতায় এনে কাঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৬ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে প্রণোদনা সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার

৫.৬.১ রপ্তানি সনদ: সকল ফি অনলাইনে জমাদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সনদপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালানসহ কোনো প্রকার প্রতারণা ও আইন-বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততার জন্য অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত সনদ বাতিল করতে হবে।

৫.৬.২ রেয়াত ও ভর্তুকি: স্বর্ণালংকার রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদেরকে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনামূলক বিশেষ ভর্তুকি বা সহায়তা প্রদান করতে হবে। স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র ব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে রপ্তানি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.৬.৩ স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতুর অপচয়: সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কারে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অপচয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

৫.৬.৪ 'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যারহাউজ' পদ্ধতির অববিলুপ্তি: রপ্তানি ব্যবস্থায় বিদ্যমান 'সুপারভাইজড বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ' পদ্ধতি সুপারভাইজরের (সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা) একক ও ইচ্ছামাফিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ, প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রতাসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি থাকায় এই ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত করতে হবে।

৫.৬.৫ সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী স্বর্ণ শিল্পের বিকাশ: রপ্তানিমুখী স্বর্ণ শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষ জোন নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এই জোনে রপ্তানিমুখী স্বর্ণ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহিত করতে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রণোদনা, যেমন- হ্রাসকৃত কর, দ্রুত ও সহজ শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা, ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

৫.৬.৬ রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ: রপ্তানি বাণিজ্যের নামে চোরাচালান প্রতিরোধে সমগ্র রপ্তানি কার্যক্রম একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার সকল তথ্য- বন্দর কাস্টমস, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ এবং রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণাঙ্কারের পরিমাণ (ওজন) ও মানযাচাই নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

৫.৭ পরিবহন (ফ্রেইট) ও বীমা সমস্যার সমাধান

সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ নিরাপত্তাধীন হাই ভ্যালু কার্গোর, যেমন মুদ্রা, পাসপোর্ট পরিবাহী কন্টেইনার বিশেষ ব্যবস্থায় আমদানি করা হয় অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া পর্যায়েক্রমে অবাধ স্বর্ণ আমদানি সম্ভব করে তোলার লক্ষ্যে বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠান বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার

পরিবহনের জন্য সম্মত হওয়ার সহায়ক পরিবেশ, যেমন- বন্দরে মালামাল চুরি, হারানো, নষ্ট হওয়া ও অযথা সময়ক্ষেপণ হ্রাস, ইত্যাদি সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে। বীমা ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট বা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বিধি মোতাবেক স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার পরিবহনের জন্য সম্মত হন সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৮ ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিতকরণ

ক্রয়কৃত স্বর্ণালঙ্কারে বাধ্যতামূলকভাবে, বিক্রয় স্মারকে (ক্যাশ মেমো) পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে মান (ক্যারেট) অনুযায়ী বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভর, খাদের পরিমাণ, পাথর, মজুরি ও ভ্যাটবাবদ মোট মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাজার পরিবীক্ষণের জন্য নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনা করতে হবে। বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশ মেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারের হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা (স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের মান, ওজন, খাদ এসবের উৎসস্থল ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম) নিয়মিত বাজার পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে স্বর্ণের দোকানে নিয়মিত ইনভেন্টরি অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এর মাধ্যমে হিসাব-বহির্ভূত স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার সনাক্ত ও বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৯ স্বর্ণ শিল্পী/কারিগর/শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার

স্বর্ণখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্পী/কারিগর ও শ্রমিকরা যেন ন্যায়সঙ্গত চুক্তিমূল্য ও পারিশ্রমিক/মজুরী পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কারিগর/শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া তাদের শ্রম আইন অনুযায়ী সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ যথাযথ শ্রম অধিকার, যথা- মজুরি, অংশীদারিত্ব, অভিযোগ নিষ্পত্তি, ইত্যাদি সংরক্ষণ, নির্ধারণ ও মূল্যায়নে দেশে তুলনীয় অন্যান্য শিল্পখাতে যে চর্চা বিদ্যমান সে আলোকে কার্যকর নির্দেশনা থাকতে হবে। স্বর্ণ ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে বা রয়েছে এমন ব্যক্তি যেমন- মালিকপক্ষের ব্যক্তিগণ কারিগরদের সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। একজন ব্যবসায়ী একইসাথে কারিগর ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত/নির্বাচিত হতে পারবেন না এই মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.১০ গোল্ড বন্ড বা সার্টিফিকেট প্রবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ

সরকার নির্ধারিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় গোল্ডবণ্ড বা সার্টিফিকেট প্রচলন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মান ও ভরের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের বিপরীতে স্থানীয় বাজারে স্বর্ণের মূল্য অনুযায়ী ক্রয়কৃত গোল্ড-বণ্ড বা সার্টিফিকেটের মূল্যমান নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই সার্টিফিকেট/গোল্ড বন্ড, ব্যাংক বা ডাকঘরের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ভাঙ্গানোর গ্যারান্টি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য ভারতে এ ধরণের বন্ড চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যেন গোল্ড-বন্ড ভাঙ্গানোর সময় গ্রাহক সাধারণ সঞ্চয় (অন্যান্য ক্ষেত্রে) ও বন্ডের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা তুলনামূলক বেশি মূল্য পান। উল্লেখ্য, জাতীয় 'প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্রে' এই চর্চা (মুনাফা) বিদ্যমান। এভাবে সহজে বহনযোগ্য, নিরাপদভাবে সংরক্ষণযোগ্য এবং দ্রুত ভাঙ্গানোর নিশ্চয়তার মাধ্যমে এটিকে স্বর্ণে বিনিয়োগের একটি নিকটতম বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনা নেওয়া যেতে পারে।

৫.১১ স্বর্ণ লগ্নী ব্যবসাকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ সুদের (বছরে ৩০% - ৪৮%) 'বন্ধকী' ব্যবসাকে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণায়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয়, বাস্তবমুখী ও কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সুদের হার কমিয়ে আনতে ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দূর করার লক্ষ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত লগ্নী ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কারের বিপরীতে স্বল্প সুদের বিনিময়ে নগদ অর্থঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।[২৩] উভয় ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের 'ল্যাবটেস্ট' ('ফায়ার টেস্ট') ও 'হলমার্ক টেস্ট' অনুযায়ী স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান নির্ধারণ করতে হবে।

৫.১২ চোরাচালান প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

৫.১২.১ সক্ষমতা বৃদ্ধি: কারিগরি গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি সক্ষমতা বাড়িয়ে বন্দরসমূহ এবং স্বর্ণ ব্যবসা খাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সতর্ক প্রহরা (ভিজিলেন্স) নিবিড় করতে হবে। এর অংশ হিসেবে স্থল ও বিমান বন্দরের প্রতিটি আগমনী ও বহির্গমন দরজায় সর্বাধিক প্রযুক্তির স্ক্যানার ও আর্চ-ওয়ে স্থাপনের (ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানিতে তৈরি) ব্যবস্থা এবং শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যাগেজ রুল ও কাস্টমস আইনে বাস্তবমুখী সংশোধনী আনতে হবে। আন্তর্জাতিক চর্চা মোতাবেক বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের মামলাল ও লাগেজ নির্ধারিত বেল্ট ও হ্যাঙ্গারে পাঠানোর পূর্বে পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি বিমান আরোহীদের খাদ্য, পানীয় ও মালামাল (কার্গো), বর্জ্য ও বর্জ্যবাহী যানবাহন ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের (ইউরোপে তৈরি) আধুনিক প্রযুক্তির 'মোবাইল ভেহিক্যাল স্ক্যানার'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থল ও নৌ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

বিমানবন্দরসহ সকল বন্দরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলির ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি করতে হবে। এর অংশ হিসেবে দুদক ও বিএফআইইউসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়মিতভাবে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করবে। চোরাচালান প্রতিরোধে দায়িত্বরত বিমানবন্দরভিত্তিক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জনবল যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করতে। নারী যাত্রীদের অনুপাতে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। একইভাবে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরেরও জনবল বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

৫.১২.২ কাস্টমস আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ: শুল্ক আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'চোরাচালানের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ'[২৪] হতে আসা বিমান অবতরণের সাথে সাথে শুল্ক কর্মকর্তা ও অনুরূপ সংস্থা কর্তৃক বিনা বাধায় কার্গোহোলসহ বিমানের যেকোনো স্থান, বিমানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিনাবাধায় তল্লাশীর ক্ষমতা (শুল্ক আইনে প্রদত্ত) প্রয়োগের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে, দক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অবৈধ স্বর্ণ বহনকারী ও চোরাচালান চক্রের সাথে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

৫.১২.৩ আটককৃত পণ্য মূল্যায়ন: আটককৃত পণ্যের বিপরীতে ধার্যকৃত অর্থ বাহকের সাথে না থাকলেও শুল্ক মূল্যায়ন সাপেক্ষে এয়ারপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেসাথে 'পণ্য মূল্যায়নপত্র' ও 'ডিটেনশন মেমো' ইস্যুর বিষয়টির স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এর অন্যথা হলে শাস্তির বিধানসহ এসব বিষয় কার্যকর পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১২.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ: প্রতিমাসে আটক ও জব্দকৃত স্বর্ণের প্রকৃত পরিমাণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হওয়া স্বর্ণের পরিমাণের পরিসংখ্যানগত হিসাব ওয়েবসাইটে

---

[২৩] দক্ষিণ কোরিয়ায় এ ধরণের ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

[২৪] যেমন- সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি।

সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রতিবছর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমাকৃত স্বর্ণের নিরীক্ষা করতে হবে।

৫.১২.৫ 'সোর্সমানি' ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ: রাষ্ট্রীয় অর্থ হওয়ায় চোরাচালান প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত 'সোর্সমানি' যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে ব্যবহার হয় নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বাৎসরিক বরাদ্দ ও বণ্টনকৃত (ব্যয়িত) 'সোর্সমানি'র পরিসংখ্যানগত তথ্য (সোর্সের নাম ঠিকানা গোপন রেখে) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

৫.১২.৬ ঝুঁকিভাতা বৃদ্ধি: স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান ও অবৈধ স্বর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান কিংবা অবৈধ পণ্য আটক করলে সংশ্লিষ্টদেরকে আকর্ষণীয় ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১২.৭ প্রণোদনা প্রদান: বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে অধিকহারে এবং সরকারপক্ষ মামলায় জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদেরকে একটি যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় হলে বা অপব্যবহার করলে নেতিবাচক প্রণোদনা, যেমন - দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১২.৮ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের, যেমন - বিএফআইইউ, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর, দুদক ইত্যাদির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। চোরাচালান ও অবৈধ পণ্য আটক সংশ্লিষ্ট মামলা তদন্ত কার্যক্রমে পুলিশের পাশাপাশি আটককারী সংস্থা সমন্বিত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভিযোগপত্র প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১২.৯ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্নকরণ: স্বর্ণ চোরাচালানের সাথে জড়িত অভিযুক্তদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পরিবীক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক তদন্তে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে বিচার কার্যক্রম চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী হন তবে তাকে দায়িত্বপালন হতে বিরত রাখার বিধান করতে হবে। তাছাড়া স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার চোরাচালান সংক্রান্ত জামিনের বিদ্যমান বিধানের বিষয়টি যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আইনের ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চ আদালত থেকে যাতে সহজে জামিন না পায় সে বিষয়ে এ্যাটর্নি জেনারেল অফিসকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। ঢালাওভাবে সকল স্বর্ণ চোরাচালানের মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় দায়েরের পরিবর্তে চোরাচালানের পরিমাণসহ গুরুত্ব বিবেচনার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের ও শাস্তি প্রদানের বিধান সৃষ্টি করতে হবে।[২৫]

৫.১২.১০ আইনজীবীদের জন্য প্রণোদনা: প্রয়োজনে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকের জন্য নিজস্ব আইনজীবী প্যানেলের ব্যবস্থা করতে হবে। বাহকসহ স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কার আটক করলে আটককারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে অধিকহারে এবং সরকারপক্ষ মামলায় চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদেরকে যৌক্তিক পরিমাণ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১২.১১ আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতামূলক উদ্যোগ: সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তবর্তী দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি ও তার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সড়ক, আকাশ ও নৌপথে বাংলাদেশে প্রবেশদ্বার ও বহির্গমন বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার কার্যকর করতে প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তরাষ্ট্রীয় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

---

25 কোনো কোনো অভিজ্ঞ আইনজীবীর মতে সকল মামলা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(খ) ধারায় হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ার ফলে বিচারক প্রমাণের ভিত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী না হলে খালাস দেওয়া ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

৫.১৩ 'অভিযোগ জমা ও নিরসন সেল' প্রতিষ্ঠা

স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫.১৪ স্বর্ণখাতের তথ্য সংরক্ষণ

দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলাম স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.১৫ স্বর্ণখাতের ওপর গবেষণা

সরকারি অথবা সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে স্বর্ণখাতের ওপর সামগ্রিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, বিদ্যমান সমস্যা ও সেসবের কার্যকর প্রতিকারসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের উপায় চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী বেসরকারি সংগঠন এবং গণমাধ্যম কর্তৃক সহায়ক ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৬ স্বর্ণনীতি বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। উক্ত টাস্কফোর্স প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও স্বর্ণখাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে। স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার খাতের জন্য প্রণীত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাংলাদেশে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন - স্বর্ণ আমদানি, সংগ্রহ, মজুত, গহনা প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধকী ব্যবসা, রপ্তানি, ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বর্ণ শিল্পীদের শ্রম অধিকার বিষয়ক সামগ্রিক কর্মকান্ড মূল্যায়ন করবে এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/সুপারিশমালা প্রদান করবে। এছাড়া স্বর্ণখাতে শুল্ক হ্রাস ও বাজার উন্মুক্তকরণের অংশহিসেবে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব ইত্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ জুয়েলারি খাতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি, এই কমিটি স্বর্ণ নীতিমালার নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৭ খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণ

একটি ব্যাপকভিত্তিক, সময় উপযোগী, বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহ বিবেচনায় রেখে প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্ত করতে হবে।

সর্বোপরি, এই নীতিমালা স্বর্ণসহ সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর, যেমন- হীরা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যপঞ্জী

১. আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৬। http://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Import_policy_2015-2018%20%28Bangla%29.pdf. Accessed on August 27, 2017.

২. রপ্তানি নীতি, ২০১৫-২০১৮। http://mincom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mincom.portal.gov.bd/page/e177ee18_f389_4f9e_a40c_57435cfac5b2/Export%20Policy%202015-2018.pdf. Accessed on August 27, 2017.

৩. 'কাস্টমস্ আইন, ২০১৪'. http://nbr.gov.bd/uploads/acts/19.pdf. Accessed on September 7, 2017.

৪. National Customs Tariff, Fiscal Year:2017-2018. National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh. Accessed on November 7, 2017. https://customs.gov.bd/files/TRF1718V2_TTI.pdf.

৫. Foreign Exchange Regualaiton (Amenment) Act, 2015. https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/foreignexchange/fegv1cont.php.

৬. যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা ২০১৬ (২০১৭ সালে সংশোধিত). http://nbr.gov.bd/uploads/rules/9.pdf; http://nbr.gov.bd/uploads/sros/144_Baggage_Rule_Amend.pdf. Asscessed on August ৩০, ২০১৭.

৭. 'ফরেন একচেঞ্জ গাইডলাইন (ভলিয়্যুম ১, অধ্যায় ৬)'। https://www.bb.org.bd/aboutus/regulationguideline/foreignexchange/fegv1cont.php.

৮. Foreign Exchange Regulation Act, 1947.

৯. 'বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪'।

১০. নথি নম্বর- ০৫/০৮(১৫৭) তদন্ত/২০১৭/ (বিষয়: স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা প্রসঙ্গে)। শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১১. আমিন, নুরুল। 'সমঝোতায় চোরাচালান'। *দৈনিক যুগান্তর*, নভেম্বর ৫, ২০১৭। www.goo.gl/PrkLTh. Accessed on November 5, 2017.

১২. 'আপন জুয়েলার্সের সোনা বেড়ে হয়েছে ১৫.১৩ মণ', *বাংলা ট্রিবিউন*, জুন ০৫, ২০১৭। https://goo.gl/dBp3LY. Accessed on November 12, 2017.https://www.bullionstar.com/blogs/bullionstar/infographic-the-indian-gold-market/. Accessed on August 28, 2017.

১৩. ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল, http://www.gold.org/download/file/6021/gdt-q2-2017-statistics-en.xlsx. Accessed on August 28, 2017.

১৪. খান, কমল জোহা। '৭০ কেজি বেওয়ারিশ সোনা!'। *দৈনিক প্রথম আলো*, https://goo.gl/1TPMy1. Accessed on November 9, 2017.

১৫. 'সোনার দোকানে ধর্মঘট ডেকে আবার প্রত্যাহার,' মে ১৮, ২০১৭, *বিডিনিউজ২৪ অনলাইন*, বাংলাদেশ। http://bangla.bdnews24.com/business/article1336773.bdnews. Acessed on 18 september, 2017.

১৬. 'সোনা পাচারে সহযোগিতার অভিযোগে বিমানকর্মী গ্রেপ্তার'। *দৈনিক প্রথম আলো*, https://goo.gl/Fpsuhv. Accessed on November 7, 2017.

১৭. Rajendra Jadhav, 'Illicit gold: India's smugglers shut out refiners, banks,' *The Reuters*, August 23, 2016. http://www.reuters.com/article/us-india-gold-discounts-idUSKCN10Y0K5. Accessed on August 28, 2017.

১৮. *The Daily Sun*. January 8, 2017